ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 February 2022 ■ আগরতলা ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ৯ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার ধলাই জেলার মানিকপুরে মনু নদীতে পাকা সেতুর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যাবার পথে বাঁশের সাঁকু পার হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

মানিকপুরের নামে অন্তর্নিহিত 'মানিক' আক্ষরিক অর্থেই প্রতিফলিত হয়নি, বামেদের বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। উন্নয়নের প্রশ্নে বামেদের আজ একহাত নিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, স্বর্ণরাজ্যের স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের সময়ে উন্নয়নের প্রশ্নে উপেক্ষিত মানিকপুরের নামে অন্তর্নিহিত "মানিক" আক্ষরিক অর্থেই এই অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়নি। উপরন্তু, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও নেশা বাণিজ্যের যাত্রা শুরুর মাধ্যমে পূর্বতনদের শাসন কালে যুব শক্তি সর্বোপরি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সরকার প্রতিষ্ঠায় যারা আমাদের পক্ষে মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন বা যারা করেননি প্রত্যেকের সম বিকাশে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ ভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এদিন তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এই অঞ্চলের মানুষের পারাপারের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সমস্যার বাস্তবিক অনুধাবনের লক্ষ্যে সাঁকো দিয়ে পার হয়েছি। তবে, আজ ধলাই জেলার অন্তর্গত মনু নদীর উপরে নির্মিত হতে চলা আরসিসি ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও তিনটি আরসিসি ব্রিজের উদ্বোধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ প্রতিফলিত হবে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি। তাঁর আশ্বাস, আরসিসি ব্রিজটি নির্মিত হলে এই অঞ্চলের মানুষদের প্রাপ্তির আনন্দে অংশীদার হতে তাঁদের ডাকে আবারও আসবো।

তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। আজ সরকার কথা দিয়ে কথা রাখছে। তাই সরকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে। তারই প্রতিফলন হলো আজকে ছাওমনুতে মানুষের উপচে পড়া ভীড়। জনতার এই বিশ্বাস ও ভরসাই আমাদের সরকারের পাথেয়, আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, আজ ছাওমনুতে মনু নদীর উপর সেতুর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে গেলে সেখানকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্তব্য, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদককে ফের আইনি নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্য মন্ত্রিসভার একজন বর্তমান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্যের জন্য সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীকে আইনি নোটিশ দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে, পরবর্তীতে রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের জন্য দ্বিতীয় নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদককে নোটিশে প্রদেশ বিজেপি আইনি সেলের আহ্বায়ক আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেব মিডিয়ার ভিডিও ক্লিপের সাথে সংযুক্ত একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জিতেন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য তুলে ধরেছেন।

নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি বিধানসভার স্পিকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিদের এবং নাম উল্লেখ না করা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে নিন্দনীয় অভিযোগ করেছেন।

আইনি নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, যে অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ সাধারণ এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফুলবাড়ীকান্দি পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ ফেব্রুয়ারী।। গৌরনগর ব্লকের অধিন ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হতে চলেছে বিজেপির। শাসক দলের চার নির্বাচিত সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা জমা দেন জেলা পঞ্চায়েত আধিকারীকের নিকট। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এগার সদস্যবিশিষ্ট ফুলবাড়ীকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে শাসক দল বিজেপি পেয়েছিল আটটি আসন।

বাকি তিনটি আসন পায় কংগ্রেস। বিক্ষুব্ধ বিজেপির চার ও কংগ্রেসের তিনজন মিলে মোট সাত জন আজ অনাস্থা আনেন প্রধানের বিরুদ্ধে। বিজেপির কাছে রয়েছে মাত্র চারজন সদস্য। আশঙ্কা করা হচ্ছে অনাস্থা ভোটে প্রধান হেরে যাবেন। জেলা পঞ্চায়েত আধিকারীক খুব শীঘ্রই অনাস্থা ভোটের দিন ঘোষণা করবেন।

লেফুঙ্গায় ড্রাগ মাফিয়ার বাড়িতে নগদ টাকা সহ পিস্তল উদ্ধার, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে ত্রিপুরা পুলিশ

আবারও বিরাট সাফল্য পেয়েছে। নেশা সামগ্রী ও পিস্তল সমেত দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। ড্রাগ মাফিয়ার বাড়িতে পিস্তল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কারণ, ওই পিস্তল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছিল বলে পুলিশ অনুমান করছে। ধৃত দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। আগামীকাল তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ-বিষয়ে পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ প্রিয়ামাধুরী মজুমদার বলেন, পশ্চিম জেলায় নেশার বিরুদ্ধে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। ওই টাস্ক ফোর্স গতকাল গভীর রাতে লেফুঙ্গা থানাধীন রাঙ্গুটিয়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে প্রচুর বেআইনি নেশা সামগ্রী এবং একটি ৯এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে। সাথে পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে। তাঁর দাবি, ধৃত দুজনই কুখ্যাত নেশাকারবারী।

এদিন তিনি জানান, লেফুঙ্গা থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে ওই অভিযানে ৩৫০ বোতল ফেন্সিডিল, ৪০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, নগদ ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩৪৫ টাকা, টিআর০৬-০৫১৪ নম্বরের ইয়ন কার এবং একটি ৯এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ বেআইনি নেশা সামগ্রী মজুত রাখার অপরাধে রতন দেব ও অনুপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জবাবে গর্জে উঠেছে যুবমোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। দিল্লিতে দোস্তি, ত্রিপুরায় কুস্তি। বাম-কংগ্রেসের এই প্রতারণা ত্রিপুরার মানুষ বুঝে গেছেন। তাই, তাঁদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জবাবে আজ ত্রিপুরায় যুব মোর্চা গর্জে উঠেছে।

সুর চড়িয়ে একথা বলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। বিজেপি যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদুল বণিকের দাবি, ২৫ বছর ত্রিপুরায় কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। তাই, আজ বামপন্থী যুবরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। তাতে, ত্রিপুরা সরকার বদনাম হচ্ছে। তাই,

২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় আবারও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত মন্ডলে আজ যুব মোর্চা দীপ্ত মিছিল সংগঠিত করছে, বলেন তিনি। এদিন নবাদুল বলেন, বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের ৪ বছরে জনকল্যাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরের জলে মৃতদেহ উদ্ধার ভট্টপুকুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার ভট্টপুকুরের একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার সকালে সেখানকার একটি পুকুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় জনগণ। খবর দেওয়া হয় অরুন্ধতী নগর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পুকুরের জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যব্যাপী যোগদান কর্মসূচির সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের, শুরু ২৬শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। সারা ত্রিপুরায় যোগদান কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। যোগদানের জন্য ১৬টি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত হয়েছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত প্রথম দফায় চলবে ওই কর্মসূচি। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে রাজ্যব্যাপী যোগদান কর্মসূচি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে।

এ-বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা বলেন, আজ সকালে সমন্বয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে কংগ্রেসের ত্রিপুরার প্রভারী তথা

সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান ডা: অজয় কুমার সহ আহবায়ক ও সমস্ত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠক শেষে সমস্ত জেলা কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রদেশ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক হয়েছে। তাঁর কথায়, বৈঠকে মূলত রাজ্যব্যাপী কংগ্রেসে যোগদান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হামলা-হুজ্জতি করে জন সমর্থন ধরে রাখা সম্ভব হবে না, শাসক দলকে নিশানা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। হামলা-হুজ্জতি করে জন সমর্থন ধরে সম্ভব হবে না। শাসক দল বিজেপিকে নিশানা করে একথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

প্রসঙ্গত, সিপিআইএম গান্ধীগ্রাম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক উত্তম সাহা এবং রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন দেবের বাড়িতে রবিবার সন্ধ্যারাতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। গান্ধী গ্রামের নবগ্রাম এলাকায় আক্রান্ত দুই সিপিআইএম দলের নেতার বাড়ি পরিদর্শনে গেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। রবিবার সন্ধ্যারাতে ঘটে এই আক্রমণ। পরবর্তী সময়ে সোমবার দুপুরে এয়ারপোর্ট থানায় সিপিআইএমের উদ্যোগে এক ডেপুটেশন সংঘটিত হয়। উত্তম সাহার ঘরে প্রবেশ করে ভাংচুরের পাশাপাশি নগদ অর্থ স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেন বিরোধীদলীয় নেতা মানিক সরকার।

অন্যদিকে, একই এলাকার সিপিআইএম নেতা স্বপন দেবের বাড়িতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। যদিও স্বপন দেবের মূল ঘরে ঢুকতে পারেনি হামলাকারীরা। পাশের ঘরে রাখা দুটি বাইক এবং আসবাবপত্র ভাঙচুর করতে সক্ষম হয়েছে দুষ্কৃতীরা। সোমবার বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, প্রাক্তন মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, শহীদ চৌধুরী সহ এক ঝাঁক নেতা দুটি বাড়ি পরিদর্শন করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মানিক সরকার বলেন, হতাশাগ্রস্তরাই হামলা সংঘটিত করছে। রাজ্যের বেকার, বঞ্চিত মানুষদের চিন্তাধারা ঘুরিয়ে দিতে এই ধরনের হামলা সংগঠিত হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা। নাম না করে শাসকদলের দিকে ইঙ্গিত করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, এই ধরনের হামলা হুজ্জতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারী।। উদয়পুর কাকড়াবন সড়কের ওটিপিসির সামনে সোমবার সাতসকালে একটি বাইক এবং স্কুটির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।মৃতের নাম প্রান্তোষ সূত্রধর। ঘটনায় অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।সেখান থেকে দুজনের দেহ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় আগরতলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। ত্রিপুরা সরকার ও বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে সকালে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে সুসজ্জিত ট্যাবলু সহ এই শোভাযাত্রার সূচনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মাদ, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা নৃপেন্দ্র চন্দ্র শর্মা, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চান্দনী চন্দ্রন, যুববিষয়ক

ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা রঞ্জিত দেবনাথ, এন সি সি ক্যাডেট, বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সামাজিক সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ চিরাচরিত পোশাকে শোভাযাত্রায় অংশ নেন।

শোভাযাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ১৩৬ ◻ ২২ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং ◻ ৯ ফাল্গুন ◻ মঙ্গলবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অমর একুশে

আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলা ভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য অগণিত বাঙালি রক্ত দিয়েছেন,শহীদ হইয়াছেন। বহু প্রাণের বিনিময়ে আজকের দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। যে কোন জাতির ভাষা মানেই মায়ের ভাষা। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আমরা যে ভাষায় কথা বলি সেটাই আমাদের মাতৃ ভাষা। মাতৃভাষার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের রক্ত মিলেমিশে একাকার হইয়া গিয়াছে।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি”, আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

লড়াই ছিল ভাষার জন্য। নিজের মাতৃভাষা বাঁচাইবার লড়াই। ১৯৫২ সালের এই দিনে ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্মম গুলি চালাইবার ঘটনা ইতিহাসে এক রক্তক্ষয়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।এই দিনটি প্রথমে শহীদ দিবস হিসাবে পালন হইত বাংলাদেশে। তবে ২০১০ সালের ৫ অগাস্ট রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্ত নেয় যে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হইবে।দেশভাগের সময়, ১৯৪৭ সাল। পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষাভাষী প্রায় ৪ কোটি ৪০ লাখ মানুষ। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদিত বিষয় তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয় এবং একই সঙ্গে মুদ্রার নোট এবং স্ট্যাম্প থেকে বাংলা-ভাষাকে মুছিয়া ফেলিয়া হয়। পাকিস্তানের সরকার, করাচিতে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে শুধুমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা এবং স্কুল ও মিডিয়াতে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব প্রান্তে এর প্রতিবাদ দেখা দেয়। রাতারাতি দুইভাগে ভাগ হইয়া বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী অংশে পড়ে কাঁটা তারের বেড়াজাল। ঢাকায় ছাত্ররা তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাসেমের নেতৃত্বে র‍্যালি বের করে। বৈঠকে বাংলাকে পাকিস্তানের একটি সরকারি ভাষা এবং পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম করিবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুর রহমান উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। তাহাতে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয় এবং ছাত্রদের একটি বড় অংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে একটি সরকারী ভাষা করিবার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমায়েত হয়।

এর জন্য ছাত্ররা ঢাকায় মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এরপর ১৯৫৪ সালের ৭ মে গণপরিষদে মুসলিম লীগের সমর্থনে বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা পাকিস্তানের দ্বিতীয় জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১৪ (১) পুনর্লিখিত হয় এভাবে ’পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হয় উর্দু এবং বাংলা’। আইয়ুব খানের নেতৃত্বে গঠিত সামরিক সরকার উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে পুনরস্থাপনের চেষ্টা চালায়। ৬ জানুয়ারি ১৯৫৯-এ সরকার একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়া ১৯৫৬ সালের সংবিধানের দুই রাষ্ট্র ভাষা নীতি সমর্থনের সরকারি অবস্থান পুনর্বহাল করে। এই আন্দোলন স্মৃতিরক্ষায় গণহত্যার স্থানে একটি আনুষ্ঠানিক এবং প্রতীক ভাস্কর্য শহীদ মিনার স্থাপন করা হয়। দিনটি বাংলাদেশে এবং পরে ভারতে শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ইউনেস্কোর ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরের সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের জমা দেয়া এবং অন্যান্য ২৮ টি দেশের সমর্থনে জমা দেওয়া খসড়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সহ ভারতে সমস্ত বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী জনগণের গৌরবোজ্জ্বল একটি দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত। বাঙালি জনগণের ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি-বিজড়িত একটি দিন হিসেবে চিহ্নিত হইয়া আছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন তরুণ শহীদ হন। শহীদদের মধ্যে অন্যতম হইল রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকত সহ অনেকেই। তাই এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হইয়া আছে। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

বাংলাদেশ ছাড়াও ১৯৫০-এর দশকে ভারতের বিহার রাজ্যের মানভূম জেলায় বাংলা ভাষা আন্দোলন ঘটে। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ভারতের অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকায় একইরকম ভাবে বাংলা ভাষা আন্দোলন সংঘ ভাষা বঙ্গ অঞ্চলের বাঙালি অধিবাসীর মাতৃভাষা। স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এছাড়া ভারতের অসম রাজ্যের দক্ষিণাংশেও এই ভাষা বহুল প্রচলিত। অগণিত বাঙালির রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষা দিবস স্বীকৃত হইয়াছে। এই দিবস পালনের মধ্যে বাংলাদেশ অস্তিত্ব আত্মগোপন করিয়া আছে। দিবসটির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি বাঙালির প্রাণ মানুষকে মাতৃভাষা দিবস পালনে আরও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করিতে হইবে। তাহা হইলেই শহীদদের রক্ত ঋণ কিছুটা হইলেও পরিশোধ করা সম্ভব হইবে। আজকের এই দিনে যারা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ সঙ্গীত জগতের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গানের দুনিয়ায় ফের নক্ষত্র পতন। প্রয়াত বাংলা গানের সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, আশা ভোঁসলে-এর মতো বর্ষীয়ান শিল্পীর গানে সুর দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন হৈমন্তী শুক্লা, সৈকত মিত্র, রূপঙ্কর বাগচী, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী প্রমুখ।

কেরিয়ারের গোড়ার দিক থেকেই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বহু গান গেয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর গাওয়া সারেঙ্গীর সুর অবশেষে কাটল। হৈমন্তী বাক্যহারা। আক্ষেপ পরিবারের সঙ্গে বহুদিনের যোগাযোগ থাকলেও করোনার কারণে শেষ সময়ে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি তাঁর। বলেন, “কী বলব আমি। এই মাস জুড়েই একের পর এক খারাপ খবর। আমাদের কি আজকের যোগাযোগ। কতদিন ধরে চিনি তাঁকে।”

শোক প্রকাশ গায়ক রূপঙ্কর বাগচীরও। সামাজিক মাধ্যমে বর্ষীয়ান সুরকারের প্রয়াণের খবর জানিয়ে সঙ্গীত শিল্পী রূপঙ্ক বাগচী জানিয়েছেন, ‘চলে গেলেন মেসোমশাই!’ তাঁর কথায়, ‘বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিলেন। দিন কয়েক আগে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফেরেন সুরকার। সোমবার সকালেই খবর পাই, তিনি নেই!’

গীতিকার-সুরকারের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরুন্ধতী হোমচৌধুরীও। তাঁর কথায়, “আমাদের সময় যেন দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। একে একে চলে যাচ্ছেন গীতিকার, সুরকার, শিল্পীরা। আমার বহু ছবির গানের সুরকার অভিজিৎদা। ওঁর সুরে আশা ভোঁসলে গেয়েছিলেন ‘ও পাখি উড়ে আয়।’ সুবীর সেনের কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়েছিল, ‘নয় থাকলে আরও কিছুক্ষণ’-এর মতো গান। আমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছি।” ভাষা দিবসে শিল্পীর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ সৈকত মিত্রও।

গোটা ফেব্রুয়ারি জুড়েই যেন সঙ্গীত জগতের বিষাদের সুর। প্রথমে লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বাপ্পি লাহিড়ী ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়— সঙ্গীত জগত হারিয়েছে তার কৃতি সন্তানদের। শ্রোতা মহলেও হাহাকার।

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভূগর্ভস্থ পানীয় জল সংরক্ষণে সচেষ্ট না হলে আগামীদিন ভয়ঙ্কর

প্রভুদান হালদার

সম্প্রতি খবর ‘ওয়াটার এইড’ নামে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক সমীক্ষায় দাবি করেছে, ভবিষ্যতে বিশ্বের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ জলের অভাবে গৃহহীন হয়ে যাবে। ২০৩০ পালের মধ্যেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে। কিছু এলাকায় এক বিন্দুও জল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন মানুষের বসতিতে জল কমে আসবে। এখনই বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশ আছে যেখানে প্রতি দু’জনের মধ্যে একজনের জন্য পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করা যায় না। প্রাচীনকালে মানুষ জলের অভাবে যাযাবর জীবন যাপন করত। দিল্লির পাশে এমন ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, যেখানে জলের অভাবের জন্য বসবাস অযোগ্য হয়ে ওঠে।

হিঙ্গলগঞ্জ থানার পঞ্চপল্লী এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ হল গত ২৩ মার্চ। এবার সারা রাজ্যে ভোটের মূল ইস্যু হিসাবে ‘পানীয় জল’ একদম প্রথমেই। কোনো কোনো জায়গায় পানীয় জলের দাবিতে ভোট বয়কট চলছে। এই ভোটে প্রায় রাজ্যর সর্বত্রই শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চয়তা মানুষ দাবি করছে।

১৯৯৩ থেকে প্রতি বছর ২২ মার্চ বিশ্বে ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে’ পালিত হচ্ছে। এ বছরে এই বোটের সময় ‘বিশ্ব জল দিবস’ -এ পানীয় জল সংগ্রহকে কেন্দ্র করে মহামারি হলসুন্দরবনের গোসাবার এক গ্রাম পঞ্চায়েতে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াসহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় পানীয় জলের প্রচণ্ড সংকট থাকলেও, সুন্দরবন অঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা এতদিন তেমন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এই নোনাজলপূর্ণ সুন্দরবনাঞ্চলেও পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এখনই আগামী দিনের কথা ভেবে, আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে ‘ডেনিস টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি’র প্রফেসর ড. হেনড্রিক ব্রয়নহয়। তিনি এখ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘ডেনিস অ্যাসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট’ বা ‘উবু’ গঠন করেছেন। যে সংস্থায় যুক্ত আছে এই টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির কিছু ছাত্রছাত্রীও। ড. হেনড্রিক গত কয়েক বছর ধরে সুন্দরবনের বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র’-এর সহযোগিতায়, যৌথ উদ্যোগে, ‘সাসটেইনেবল ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট’ নামে একটা প্রজক্টে গত তিন চার বছর ধরে চালাচ্ছেন। মূল উদ্দেশ্য, ভূনিম্নস্থ জলের পরিমিত ব্যবহার। এই প্রজেক্ট চালাতে গিয়ে পানীয় জল সম্পর্কিত যেসব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তা আগামী দিনের জন্য ভয়ঙ্কর। পাঠকের জন্য ওই গবেষণামূলক তথ্য কিছুটা তুলে ধারার চেষ্টা করছি। সুন্দরবন বিখ্যাত কারণ এখানেই আছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। চারদিকে শুধু নোনো জলআর নোনো জল। সুন্দরবনের মানুষের জীবনজীবিকা জুড়ে রয়েছে এই জল, জঙ্গল ও জমি। এইসব নদীর জল লবণাক্ত যা পানীয় যোগ্য নয়। পানীয় জলের জন্য মাটির তলায় জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর নির্ভর করা যেতে পারে খাল, বিল, পুকুরের ওপর, যেখানে বৃষ্টির জল যদি বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ধরে রাখা যায়। এই খাল, বিল, পুকুরের জল যাকে আমার ‘সারফেস ওয়াটার’ বলি, তা শুখা মরশুমে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিছু কিছু মানুষের লোবের ফলে ‘বিকাশের’ নামে এই ভূপৃষ্ঠের জলের আধারের সংখ্যা কমছে। এই তাৎ’ক্ষণিক মুনাফার আশায় যেমন জলের সংকট দেখা দিচ্ছে জীববৈচিত্র্য আজ বিপদের মুখে। অবগতির জন্য জানাই, সমগ্র সুন্দরবনে আজ পানীয় জলের ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসন্ন। বিশেষ করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা। এই জেলার অন্তর্গত বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। আমাদের তথ্য অনুযায়ী একমাত্র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১ বর্ষে ভূগর্ভের জলস্তর কমপক্ষে প্রায় ২০ থেকে ৩০ ফুট নীচে নেমে গেছে। আজ পর্যন্ত যা কখনও হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল, মে মাস বাকি আছে। এরই মধ্যে পানীয় জলের নলকূপগুলি অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেছে। সরকারি নলকূপগুলি ‘মার্ক টু’তে পরিবর্তনের ফলে এখন কিছুটা হলেও জল পাওয়া যাচ্ছে , কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে আর কত দিন? পানীয় জল প্যায়ার ভূগর্ভেণ উৎস গভীর সঙ্কটের মধ্যে। আমরা বছরের পর বছর দেখে আসছি, সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাত বছরে ১৮০০ মিমি থেকে ২২০০ মিমি। গত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। গত বছরে এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের থেকে অনেক অনেক কম। মাটির তলায় পানীয় জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে একটি প্রাধন কারণ হল, মাটির তলার জল শ্যালোর মাধ্যমে তুলে যথেচ্ছভাবে মূলত ধান চাষ নিয়ে ব্যবসা করছে। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যখন দেখি মানুষ নিজের স্বার্থেরজন্য একটা গোটা সভ্যতাকে বিনষ্টের দিকে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না, তখন কষ্ট হয়। যেখানে পানীয়জল থাকে না সেখানে সভ্যতা থাকে না। ভূগর্ভের জল প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখনও বহু জায়গায় মাটির তলা থেকে জল তুলে সরকারি প্রকল্পের সাহায্যে চাষ করা হচ্ছে। অথচ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রায় ২১টি শহরে ‘ডি জিরো’ বা জদলশূন্য অবস্থার ভ্রূকুটির হাতছানি রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২১০ কোটি মানুষের বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব। অথচ বোতলবন্দি বাজারজাত জলের অভাব নেই। আমরা ঠাণ্ডা পানীয়র প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভাবছিল না এক লিটার ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করতে কত লিটার জল অপচয় করছি। দিন এসেছে, ভাবতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সভ্যতা বাঁচানোর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সমস্ত প্রকার রাজনৈতিকর, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বর্ণ লিঙ্গ ইত্যাদি বৈষম্য তুলে।

২০২১ সালে ভূগর্ভের জলস্তর নামতে নামতে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় যেতে বসেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষ করে বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকের অবস্থা শোচনীয়। বিগত দু’মাসে ছোট মোল্লাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ২০ ফুট জলস্তর নেমে গেছে। যা কখনো হয়নি। এখনও মার্চ, এপ্রিল ও মে মাস বাকি আছে। অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকেব জেদ্যাতিষ পুব গ্রামবঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ ফুট নীচে জলস্তর নেমে গেছে। গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাপঞ্চায়েতের ১৪০টি পানীয় জলের নলকূলের মধ্যে ৪২টি এবং ছোটমোল্লাখালী গ্রাপঞ্চায়েতের ১৬৪টি পানীয় জলের নলকূপের মধ্যে ৬১টি নলকূপ শুকিয়ে গেছে।

এই বছরে দুটি বিষয় অবূতপূর্ব হয়েছে ঃ

ক) বিগত কোনো বছরে এতটা জলস্তর কমেনি।

খ) জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে জলের এই অবস্থা যা কখনও হয়েছে বলে স্মরণ হচ্ছে না। তথ্য অনুযায়ী, গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর, বিপ্রদাসপুর এবং ছোটমোল্লাখালীতে গত বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৫৮ মিমি, অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫০-১৭৭০ মিমি’র থেকেও যথেষ্ট কম।)

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যা নিতে হবে ঃ নলকূলের জলসঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জলঅপচয় রোধে আইনি ব্যবস্থা ও তার কঠোর প্রয়োগ। চাষের কাজে সমস্ত প্রকার শ্যালো / মাটির তলার জল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা। বিকল্প চাষের ব্যবস্থা করা। জল নিয়ে যে কোনো প্রকার ব্যবসা বন্ধ করা। নলবাহিত জলের গুণগত মান নিশ্চিত করা জলাশয় বোজানো রোধে আইনি ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োজ করা। ব্লকের মূল ভূখণ্ডগুলিতে ব্যবহারের পুকুর ভরটা করে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন চালাচ্ছে দুষ্কৃতীরা, এটা বন্ধ করা। অবিলম্বে সমস্ত জমে যাওয়া খাল, পুকুর দিঘির সংস্কার করা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৃষ্টির জলসংরক্ষণের সমস্ত প্রকল্পগুলিকে যথাসম্ভব চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া ও লাগু করা। বিশেষ করে ব্লকের মূল ভূখণ্ড ও সহরগুলিতে জল ব্যবহারের উপর রেশনিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। পানীয় জলকে কেন্দ্র করে পরিবেশ, বন, কৃষি, পশুপালন, নদীবাঁধ, সেচ এই সকলবিভাগকে নিয়ে একটি পৃথক দফতর গঠন করা। জল বিষয়ে যে কোনো নীতি গ্রহণের পূর্বে মানুষের অভিমত গ্রহণ করা আবশ্যিক। জল সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রূপকথা নয়, এ এক ট্র্যাজিক নায়কের কথা

সুব্রত রায়

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে হুগলির চোপা গ্রামে জন্ম রবীন মজুমদারের। তাঁর জন্মশতবর্ষ চলে গেল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর। কিন্তু এই ম্যাটিনি আইডলকে প্রায়ই বুলেই গেছে বাঙালি। নতুন প্রজন্ম জানেই না যে রবীন মজুমদার বাঙালা চলচ্চিত্রের এমন একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একই সঙ্গে নায়ক ও গায়ক। রবীন মজুমদারের বাবা অমূল্যকুমারের চাকরির সুবাদে ছোটো থেকেই তাঁর বেড়ে ওঠা কাটিহারা। শুরু থেকেই সঙ্গী ছিল গান। বারো তেরো বছর বয়সে উত্তরবঙ্গ রাজশাহী ডিভিশন মিউজিক প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। বাবা কিনে দিলেন হারমোনিয়াম। পণ্ডিত বীরেন নিয়োগীর কাছে গানের তালিমও শুরু হল। এদিকে জোরদমে চলছে পড়াশুনা। তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে, কলকাতায় স্কটিশচার্চ কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হলেন।

‘সিনেমাই অভিনয় করবে না কি?’ কেমন যেন ঘাবড়ে গেল ছেলেটা। দেখা করতে বলেছিলেন বটে। কিন্তু হঠাৎ এই প্রশ্ন। গল্পটা হল, স্কটিশচার্চ কলেজে বার্ষিক অনুষ্ঠানে ছেলেটির গান শুনে প্রশ্নকএতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, সেদিন ফিরে আসার সময় ছেলেটিকে দেখা করতে বলেছিলেন। সেই কথামতো দেখা করতে এসে আজ এমন প্রশ্নের মুখোমুখ হতে হবে তা ভাবতেই পারেনি সেই ছেলে। তাছাড়া সামনেই ফাইনাল পরীক্ষা, সেটা যেমন কারণ, তার চেয়েও বড় কারণ, সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল। সে সময়ে রেলে চাকরি করা তার বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী ও রক্ষণশীল মানুষ। প্রশ্নকর্তা খানিক শুনলেন খানিক বুঝলেন। তারপর ছুটি দিলেন, বটে, কিন্তু ছেলেটির ঠিকানা রেখে দিলেন। এবারে যখন ডাক পেল ছেলেটি, পড়াশুনার অজুহাত দেখিয়ে বারাবর আশীর্বাদ নিয়ে সোজা কলকাতার স্টুডিও পাড়ায়। গান করতে হলো সেদিনের বিশিষ্ট শিল্পী অনুপম ঘটকের সামনে। তারপর কালী ফিল্মস স্টুডিওতে মেকাপ নিয়ে রঙিন ধুতি জামা পড়ে সোজা ক্যামেরার সামনে। নতুন এই শিল্পী অভিনেতা রবীন মজুমদার। আর সেই প্রশ্নকর্তা যিনি তার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি চলচ্চিত্র জগতের আর এক দিকপাল প্রমথেশ বড়ুয়া।

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এর মুক্তি পেয়েছিল ‘শাপমুক্তি’। সেই নিয়েও চমক। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল পাঁচ নম্বর দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরেরদিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিওতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক। সেই দিনই তো ‘উত্তরা’ সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে। রবীনবাবু বলেই

ফেললেন, ‘সে কি! কাল তো ছবি রিলিজ! বড়ুয়া সাহেবের উত্তর ‘সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়।.... জাস্ট অ্যাট এইট।’ পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, ততক্ষণে ‘উত্তরা’য় শাপমুক্তি হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল পাঁচ নম্বর রীল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেড হওয়ার পর, গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলেহলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছালেন তখন পর্দায় চার নম্বর রীলের মাঝামাঝি অংশ চলছে। নতুন পাঁচ নম্বর রীল ঢুকে গেলে যথাস্থানে। এও যেন এক সিনেমা। প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা তেমনই সাকালীল অভিনয়। সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীন মজুমদারের গলায় ‘বাংলার বধু,’ ‘এই ধরণীর ধুলির তলে’, ৎবনে নয় মনের রঙের আগুন’ গানগুলি শুরুতেই হিট হল। উত্তাল চল্লিশের দশকে এভাবেই উত্থান রোমান্টিক চিত্রতারকা রবীন মজুমদারের।

এই ছবির পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলা ছায়াছবির জগতে রবীন মজুমদার অভিনীত, ‘গরমিল’, ‘সমাধান’, ‘ভাঙাগড়া’, ‘না’ ‘টাকা আনা পাই’, সাড়া পেলেছিল। ১৯৪৯ সালের ৫ নভেম্বর মুক্তি পেল দেবকী কুমার বসু পরিচালিত ‘কবি’। এই ছায়াছবিতে ছিল তাঁর অবিস্মরণীয় গান ও অভিনয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ডাকতেন ‘কবিয়াল’ বলে। ‘কবি’ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। সে সময়ে কেন কবির গান আজো সমান জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন গায়ক নায়ক দুই-ই ‘গরমিল’ ছায়াছবিতে তাঁর গাওয়া, ‘এই কি গো শেষ দান’ গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে দিয়ে গান গাওয়ানোর জন্য মুখিয়ে থাকতেন সঙ্গীত পরিচালকেরা। বন্ধু সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়েরসুরে ‘আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ’ গানটি আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বাংলা ছবির জগতে যে সমস্ত নায়ক গায়ক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমাদার একটু ব্যতিক্রম। বাকি অসামান্য শিল্পীরা পরবর্তীকালে হয় অভিনেতা নয় গায়ক হিসেবেই আসন পেতেছেন দর্শকমনে। কিন্তু রবীনবাবু বারবরই দুটো দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বহু বাংলা ছবিতে তিনি নায়ক গায়ক আবার ‘মন্দির’ (১৯৪৭) ছবিতে তিনি শুধুই নেপথ্য শিল্পী হিন্দিতেও তাই। ‘অ্যারাবিয়ান নাইটস’ (১৯৪৬), ‘দুখিয়ারী’(১৯৪৮) ছবিতে অভিনয় সহ গান, আবার ‘হসপিটাল’ (১৯৪৩), ‘রানী’ (১৯৪৩), ‘বিন্দিয়া’ (১৯৪৬) ছবিতে গাইছেন নেপথ্যে। কেরিয়ারে শেষদিকে শুধু অভিনয়, মঞ্চাভিনয়ও করেছেন। ১৯৫২ সালে ‘সেই তিমিরে’ নাটক থেকে ১৯৮২ সালের ‘প্রজাপতি’ পর্যন্ত। সেখানেও সব ক্ষেত্রেহ গান নয়। এর মধ্যে ১৯৫৭ সালে মঞ্চ্যে ‘কবি’ নাটকে নিতাই কবিয়াল হয়ছেন, অবস্যি গান সহ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বেনাপোলে ভারত ও বাংলাদেশের ভাষাপ্রেমীদের মিলনমেলা

মনির হোসেন,ঢাকা,২১ ফেব্রুয়ারী।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষার টানে ক্ষণিকের জন্য দুই বাংলার ভাষাপ্রেমীদের মিলনমেলা বসে বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট নো-ম্যান্সল্যান্ডে। সোমবার সকালে এ মেলার আয়োজন করা হয়। নো-ম্যান্সল্যান্ডে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে সকাল সাড়ে ১০টায় ভারত ও বাংলাদেশের ভাষাপ্রেমীরা যৌথভাবে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ভারতের পক্ষে ফুল দেন পশ্চিমবঙ্গ বনগাঁও অঞ্চলের এমএলএ বিশ্বজিত রায়, এমপি মমতা ঠাকুর, জেলা তৃণমূল সভাপতি আলোরানী সরকার ও বনগাঁও পঞ্চায়েত প্রধান পরিতোষ বিশ্বাস।

বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন যশোর-১ আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন, কাস্টমস কমিশনার মো. আজিজুর রহমান, উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক মঞ্জু, শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলিফ রেজা, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খলিল, ওসি কামাল ভূঁইয়া, ওসি রাজু আহমেদ, বেনাপোল পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি এনামুল হক মকুল ও সাধারণ সম্পাদক মো. নাছির উদ্দিন, যুবলীগের সভাপতি অহেদুজ্জামান অহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক সোহরাব। এ ছাড়াও, সর্বস্তরের জনগণ এতে অংশ নেন। পরে উভয় দেশ থেকে মিষ্টি পাঠানো হয় দুই দেশের জনগণের জন্য।

আনিস খুনের আঁচ দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): কলকাতার গণ্ডি ছাড়িয়ে আমতায় আনিস খুনের আঁচ পড়ল রাজধানীতেও। সোমবার দিল্লিতে বঙ্গ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই।

ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যুর প্রতিবাদের আঁচ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। দিকে দিকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে একাধিক ছাত্র সংগঠন। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এসএফআই এদিন একটা নাগাদ বিক্ষোভ দেখায়। জেএনইউ থেকে বেশ কিছু পড়ুয়া মিছিল করে বঙ্গভবনের দিকে যায়। পূর্ব নির্ধারিত জমায়েতে রুখতে বঙ্গ ভবনের আগেই একটি বাস রেখেছিল দিল্লি পুলিশ। আন্দোলনরত পড়ুয়াদের আটক করা হয়।

এদিকে আনিস খানের মৃত্যুতে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে খুনের মামলার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি, শুক্রবার রাতে আনিসের বাড়িতে পুলিশ যায়নি। যদিও আনিসের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। একটি মামলায় আদালত থেকে ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে সমনও জারি হয়। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, কারও সঙ্গে আনিসের ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল কিনা। অন্যদিকে, কলকাতাতেও কলেজ স্ট্রিটে আনিস খুনের প্রতিবাদে মিছিল করে এসএফআই এবং এআইডিএসও।

জরুরি ভিত্তিতে শিশুদের জন্য ছাড়পত্র পেল করোনার টিকা 'কোরবেভ্যাক্স'

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেশে কমবয়সিদের জন্য আরও এক করোনা টিকার অনুমোদন মিলল। হায়দরাবাদের সংস্থা বায়োলজিক্যাল ই-র ভ্যাকসিন 'কোরবেভ্যাক্স'কে জরুরি ভিত্তিতে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে। সোমবার ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে ছাড়পত্র মেলার খবর জানানো হয়েছে।

এদিন বায়োলজিক্যাল ই-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিমা দাতলা এক বিবৃতিতে বলেন, "সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আমরা খুশি। আমরা ছাড়পত্র পাওয়ায় দেশে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণে গতি আসবে। এই অনুমোদনের ফলে কোভিডের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াই আরও শক্তপোক্ত হবে।"

গত ৩ জানুয়ারি থেকে দেশে শুরু হয়েছে ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ। বর্তমানে শুধুমাত্র ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিনই কমবয়সিদের দেওয়া হচ্ছে। কোরবেভ্যাক্স ভ্যাকসিনের নাম সেই তালিকায় জুড়ল। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার আগাম ৩০ কোটি ডোজ কোরবেভ্যাক্স ভ্যাকসিনের বরাত দিয়েছে হায়দরাবাদের সংস্থাটিকে। এই ভ্যাকসিন কিনতে কেন্দ্রের খরচ পড়বে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।

সীমান্ত পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের ১৩,০২০ কোটি টাকা অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত ১৫ তম অর্থ কমিশন চক্রের উপর 'বর্ডার ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' (বিআইএম) এর আওতাধীন প্রকল্পের ধারাবাহিকতা অনুমোদন করেছে। এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, এটি সীমান্ত পরিকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সিদ্ধান্ত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, পুলিশি এবং সীমান্ত রক্ষার জন্য সীমান্ত পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে।

২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পের খরচ হবে ১৩,০২০ কোটি টাকা। বিআইএম স্কিমটি ভারত-পাকিস্তান, ভারত-পাকিস্তানকে সুরক্ষিত করার জন্য সীমান্ত বেড়া নির্মাণ, সীমান্ত ফ্লাডলাইট, প্রযুক্তিগত সমাধান, সীমান্ত রাস্তা এবং সীমান্ত আউটপোস্ট (বিওপি) এবং কোম্পানি অপারেটিং ঘাঁটি (সিওবি) এর মতো পরিকাঠামো তৈরিতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ, ইন্দো-চিন, ইন্দো-নেপাল, ইন্দো-ভুটান এবং ইন্দো-মিয়ানমার সীমান্ত।

বিজেপি সরকার গরিবদের জন্য নয়, ধনীদের জন্য : অখিলেশ যাদব

রায়বেরেলি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি সরকার গরীবদের জন্য নয়, ধনীদের জন্য। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সোমবার এবিজি গ্রুপের সঙ্গে জড়িত সাম্প্রতিক ব্যাঙ্ক জালিয়াতির বিষয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে অভিযোগ করেছেন, সরকার গরিবদের জন্য নয় বরং ধনীদের জন্য কারণ গরীবরা সহজে ঋণ পায় না যেখানে বড়

শিল্পপতিরা ব্যাংক লুট করে পালায়।

এদিনের জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে যাদব বলেন, উত্তরপ্রদেশের রাস্তায় পথচারীরা জানেন যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরে যাচ্ছে এবং সমাজবাদী পার্টি জিতেছে। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞেস করুন, সবাই বলবে এসপি আসছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রতিশ্রুতি অনুসারে যুবকেরা এক কোটি স্মার্টফোন এবং ট্যাব পাননি বলেও তিনি অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ৪০৩ টি আসনের নির্বাচন ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সাত ধাপে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোট গণনা করা হবে ১০ মার্চ।

বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন বলেই জেলের সম্মুখীন হচ্ছেন লালু প্রসাদ : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন আরজেডি নেতা ও লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজস্বী যাদব। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির পঞ্চম মামলায় লালু প্রসাদের জেলে সাজা হওয়ার পরই বিজেপি ও আরএসএস-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন লালুর ছেলে। তেজস্বী বলেছেন, 'লালুজি যদি বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতেন তাহলে তাঁকে রাজা হরিশচন্দ্র বলা হত। কিন্তু, তিনি আরএসএস ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাই তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। আমরা এতে ভয় পাব না।' পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির ১৩৯.৩৫-কোটি টাকার ডোরান্ডা ট্রেজারি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবকে। সোমবার রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এই সাজা দিয়েছে। পাশাপাশি ৬০ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়েছে লালুকে। এদিন লালুর ছেলে বলেছেন, 'আদালতের রায় নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। এটাই শেষ বিচার নয়। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট আছে। আমরা হাইকোর্টে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি এবং আমরা আশাবাদী যে নিম্ন আদালতের রায় হাইকোর্টে পরিবর্তিত হবে।' সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তেজস্বী। তিনি আরও বলেছেন, 'পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি ছাড়া দেশে আর কোনও কেলেঙ্কারি হয়নি বলে মনে হয়। বিহারে প্রায় ৮০টি কেলেঙ্কারি হয়েছে কিন্তু সিবিআই, ইডি, এনআইএ কোথায়? দেশে মাত্র একটাই কেলেঙ্কারি, আর নেতা একজনই। বিজয় মাল্য, নীরব মোদী, মেহুল চোকসিকে ভুলে গিয়েছে সিবিআই।'

সপ্তাহের শুরুতে ফের ধাক্কা শেয়ারবাজারে, নিম্নমুখী সোনার দাম-ও

মুম্বই, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সপ্তাহ শুরু দিন সোমবারে ফের পতন হল শেয়ারবাজারে। সেনসেক্স কমল ১৪৯ সূচক। সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটি৫০-ও ধাক্কা খেয়েছে। প্রায় ৭০ সূচক খুঁইয়েছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র বাদে বাকি সব ক্ষেত্রেই শেয়ারের দর পড়েছে। এ নিয়ে টানা চারদিন শেয়ারবাজার ধাক্কা খেল। 'ব্ল্যাক মানডে'-র তকমা ঘোচাতে পারল না শেয়ারবাজার।

এদিন সকালে বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ারবাজার পড়তে শুরু করে। যদিও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পতনের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াতে থাকে বাজার। এক সময়ে ৪৫৮ সূচক বেড়ে যায় সেনসেক্স। ফলে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছিলেন বিনিয়োগকারীরা। যদিও পরে অবশ্য ফের বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দাম কমতে শুরু করে। ধাতু সহ আবাসন শিল্প ও এফএমসিজি সংস্থাগুলির শেয়ারের দর পড়তে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত বাজার বন্ধের সময়ে ১৪৯ দশমিক ৩৮ সূচক হারিয়ে ৫৭ হাজার ৬৮৩ দশমিক ৫৯ পয়েন্টে দাঁড়ায় সেনসেক্স। আর ৬৯ দশমিক ৬৫ সূচক হারিয়ে নিফটি৫০ বন্ধ হয়েছে ১৭ হাজার ২০৬ দশমিক ৬৫ পয়েন্টে। এক ধাক্কায় সেনসেক্স ১৪৯ সূচক হারানোর ফলে বিনিয়োগকারীদের কয়েক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শেয়ার বাজারের পাশাপাশি এদিন সোনার দরেও পতন ঘটেছে। কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম আগের দিনের তুলনায় কমেছে প্রতি ১০ গ্রামে ৯০ টাকা। যার ফলে ২২ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ৪৫ হাজার ৯০০ টাকা। আর ২৪ ক্যারেটের সোনার দাম কমেছে প্রতি ১০ গ্রামে ১৩০ টাকা। কোনওক্রমে ৫০ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। রুপোর দামে অবশ্য স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। প্রতি কেজি রুপোর দাম ছিল ৬৪ হাজার টাকা।

উত্তর প্রদেশে এবারের ভোট এগিয়ে যাওয়ার, কর্মসংস্থানের জন্য : অমিত শাহ

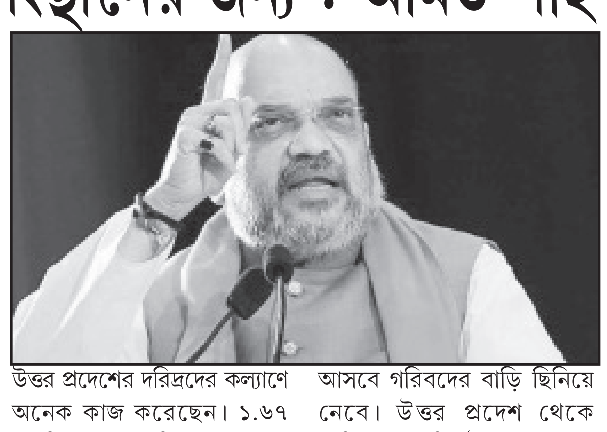

পিলভিট, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের জনগণের কাছে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বিজেপিকে কেন ভোট দেওয়া উচিত তাও বলেছেন অমিত শাহ। তাঁর কথায়, 'এই নির্বাচন উত্তর প্রদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্বাচন। উত্তর প্রদেশের যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে এই নির্বাচন। এ জন্য যোগীজিকে আবার মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ বলেছেন, 'সমগ্র উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের অধীনে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, দরিদ্রদের কল্যাণে যে কাজ করা হয়েছে, আইনশৃঙ্খলার উন্নতির জন্য যে কাজ করা হয়েছে, সেই কারণে উত্তর প্রদেশে বিজেপির ঢেউ উঠেছে। উত্তর প্রদেশে সপ্তম দফার সময়, এই ঢেউ সুনামিতে পরিণত হতে চলেছে। মোদীজি ও যোগীজি উত্তর প্রদেশের দরিদ্রদের কল্যাণে অনেক কাজ করেছেন। ১.৬৭ কোটি মায়েদের বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার জন্য কাজ করা হয়েছে। ২.৬১ কোটি দরিদ্রের বাড়িতে শৌচাগার তৈরির কাজ করা হয়েছে।'

নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত মানুষজনকে অমিত শাহ প্রশ্ন করেন, 'গরিব কল্যাণের যে মহাযজ্ঞ মোদীজি শুরু করেছেন, তা কী সমাজবাদী পার্টি করতে পারবে? শুধুমাত্র বিজেপিই তা করতে পারে। সপা ক্ষমতায় আসলে ফের গুন্ডা, বাহুবলী আসবে গরিবদের বাড়ি ছিনিয়ে নেবে। উত্তর প্রদেশ থেকে মাফিয়াদের নির্মূল করার কাজ করেছেন যোগীজি।' বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'বিজেপি সরকার গঠিত হলে, আগামী পাঁচ বছর কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ করবে বিজেপি সরকার। দ্বাদশ শ্রেণী পাস করা প্রতিটি ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়ার কাজ করবে বিজেপি সরকার। যুবকদের ল্যাপটপ ও স্মার্ট ফোন দেওয়ার কাজ করবে বিজেপি সরকার।'

ব্যবসায়ী করণ সজনানীকে সমন এনসিবি-র, ২ মার্চ হাজিরার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাদক মামলায় মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিকের জামাতা ও ব্যবসায়ী করণ সজনানীকে তলব করল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। আগামী ২ মার্চ দিল্লিতে এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে করণ সজনানীকে। মাদক মামলায় নবাব মালিকের জামাই করণ সজনানীকে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি। করণের বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ মাদক উদ্ধার হয়েছিল। সোমবারই নবাব মালিকের জামাই করণ সজনানীকে সমন পাঠিয়েছে মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে আগামী ২ মার্চ। দিল্লির অফিসে ওই দিন করণের বয়ান রেকর্ড করা হবে। এ বিষয়ে করণের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

উত্তর প্রদেশে ক্ষমতায় আসতে চলছে সপা, বললেন আত্মবিশ্বাসী অখিলেশ যাদব

রায়বেরেলি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে সমাজবাদী পার্টি, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বিজেপি সরকার দরিদ্রদের জন্য নয়, ধনীদের। সোমবার উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে নির্বাচনী জনসভা করেন অখিলেশ যাদব। চতুর্থ দফায় এখানে ভোটগ্রহণ হবে।

এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অখিলেশ যাদব বলেছেন, """বিজেপি সরকার দরিদ্রদের জন্য নয়, ধনীদের। আমরা সহজে ঋণ পাব না, আমাদের জমি-বাড়ি বন্ধক রাখতে হবে, কিন্তু বড় বড় শিল্পপতিরা ব্যাঙ্ক লুট করে পালিয়েছে... রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞেস করুন, সবাই বলবে সমাজবাদী পার্টি আসছে।' অখিলেশ আরও বলেছেন, 'সতর্ক থাকুন, বিজেপি যে কোনও কিছু করতে পারে। কারণ তারা উত্তর প্রদেশ নির্বাচন হারাতে চলেছে... বুলডোজার বাবা (যোগী আদিত্যনাথ) বলেছেন যে তিনি ১ কোটি স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট বিতরণ করেছেন, এখানে কেউ সেগুলি গ্রহণ করেনি (রায়বেরেলিতে)।'

ফরাসি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

প্যারিস, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার ফরাসি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্লোরেন্স পার্লির সঙ্গে দেখা করে সমসাময়িক উন্নয়ন নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। দুদেশ নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর টুইট করে জানিয়েছেন, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লোরেন্স পার্লির সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দিত। বিশ্বস্ত কৌশলগত অংশীদার হিসাবে, সমসাময়িক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থের মধ্যে অভিন্নতা দৃশ্যমান ছিল। নতুন এবং নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলিতে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করেছেন। প্রসঙ্গত,জয়শঙ্কর তিন দিনের ফ্রান্স সফরে আছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সঞ্জয়

ভারতের সমস্ত ভাষা আমার ভাষা, অন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসে মোহন ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): "ভারতের সমস্ত ভাষা আমার ভাষা। আর যেখানে থাকব সেখানকার ভাষা বলব।এমটাই হওয়া উচিৎ।" অন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসে একথা বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত।

সোমবার এক অনুষ্ঠানে অন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস প্রসঙ্গে একথা বলতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক বলেন, "ভারতের সমস্ত ভাষা আমার ভাষা। আর যেখানে থাকব সেখানকার ভাষা বলব।এমটাই হওয়া উচিৎ। নিজের মাতৃ ভাষা সম্পূর্ণ জানা উচিৎ। আর যেখানে থাকব সেখানকার ভাষাও জানা উচিৎ। আর সারা ভারতের জন্য একটি ভাষা থাকা উচিৎ। এটা শ্রেষ্ঠ তার জন্য নয়, তা আজকের সময়ে সর্বাধিক উপযুক্ত তার জন্য বানাব।আর এটাকেও জানা উচিৎ।"

সেই সঙ্গে তিনি বিদেশি ভাষা শেখার প্রতিও আগ্রহ থাকা উচিৎ বলে মনে করেন। এবিষয়ে তাঁর পরামর্শ, প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুযায়ী বিদেশি ভাষা শেখা উচিৎ। আর এক্ষেত্রে সেই ভাষাভাষীর মানুষদের থেকে সেই ভাষায় বেশি জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ। তাতে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হবে বলে মনে করেন মোহন ভাগবত। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সমাজবাদী পার্টি ১০০ আসন পার করতে পারবে না, দাবি অনুরাগ ঠাকুর-র

বান্দা (উত্তরপ্রদেশ), ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টি (সপা) ১০০ আসনের সংখ্যা অতিক্রম করবে না বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ঠাকুর বলেন, তারা নির্বাচনের সাত ধাপের পরও তিনি ১০০ আসনের সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না। ১০ মার্চ সপা-র পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি জারি জানাবেন, ইভিএমে কারচুপি করা হয়েছিল কারণ তিনি ইতিমধ্যে সেই লাইনে কথা বলতে শুরু করেছেন। এমনকি কারহাল আসনেও জিততে পারবেন না সপা প্রধান অখিলেশ যাদব। বিজেপি নেতা রাজ্যের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে জয়ী হওয়ার বিষয়েও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে আবার পদ্ম ফুটবে। আমি বুন্দেলখন্ডের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা ২০১৭ এবং ২০১৯ নির্বাচনে বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ৪০৩ টি আসনের নির্বাচন ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সাত ধাপে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভোট গণনা করা হবে ১০ মার্চ।

আশিসের জামিন-বাতিলের আর্জি, শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ লখিমপুরে নিহতদের পরিবার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গ্রেফতার হয়েছিলেন ৯ অক্টোবর, জামিন পেয়েছেন গত ১০ ফেব্রুয়ারি। জামিন পাওয়ার ৫-দিনের মাথায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জেলের বাইরে বেরিয়েছেন লখিমপুর খেরি হিংসা মামলার প্রধান অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। গত ১০ ফেব্রুয়ারি আশিসকে জামিন দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ। এরপর ১৫ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে বেরোন তিনি। এবার আশিসের জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল লখিমপুর খেরি হিংসায় নিহতদের পরিবার। সোমবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আশিসের জামিন বাতিলের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

গত বছরের ৩ অক্টোবর লখিমপুর খেরির টিকুনিয়া এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিস। নিম্ন আদালতে জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ার পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আশিস। গত ১০ ফেব্রুয়ারি আশিসের জামিন মঞ্জুর করে আদালত। ১৫ ফেব্রুয়ারি জেল থেকে বেরোন তিনি। এবার আশিসের জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল লখিমপুর খেরি হিংসায় নিহতদের পরিবার।

কর্ণাটকে বজরং দলের কর্মী খুনে ধৃত ৩ দোষীদের কঠোর শাস্তির আশ্বাস জ্ঞানেন্দ্রর

শিবমোগা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের শিবমোগা জেলায় ২৩ বছর বয়সী বজরং দলের এক কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করল দুষ্কৃতীরা। হর্ষ নামে ওই বজরং দলের কর্মীকে রবিবার রাতে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে ভারতী কলোনির রবি বর্মা লেনে কুপিয়ে খুন করা হয় ২৩ বছরের ওই যুবককে। হিজাব বিবাদের মধ্যেই বজরং দলের কর্মীর খুনের ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে অশান্ত হতে পারে কর্ণাটক, তাই সোমবার ও মঙ্গলবার কর্ণাটকের সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।। কী কারণে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র। সোমবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডে মোট ৫ জন জড়িত। গ্রেফতার সংক্রান্ত কোনও চূড়ান্ত রিপোর্ট আমরা এখনও পাইনি। আমরা কয়েকজনকে হেফাজতে নিয়েছি। তদন্ত চলছে। খুব শীঘ্রই আমরা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তথ্য পাব, তদন্তের পরই বলা যাবে। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'মৃতের বাবা-মা এবং বোনদের (হর্ষের) সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছি। তাঁরা আমার কাছে বিচার চেয়েছে। আমি দোষীদের আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছি। আমরা ৩ জনকে গ্রেফতার করেছি। আমরা এই সময়ে আর কিছু প্রকাশ করতে চাই না।' বজরং দলের এক কর্মীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কর্ণাটকের মন্ত্রী কে এস ঈশ্বরাপ্পা। তিনি বলেছেন, 'বজরং দলের কর্মী খুনের ঘটনায় আমি খুবই বিরক্ত। আমরা "গুণ্ডামি" হতে দেব না।' তিনি শিবমোগা যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। শিবমোগা জেলার ডেপুটি কমিশনার ডঃ সেলভামনি আর জানিয়েছেন, 'জেলার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় পুলিশ ও রাফ মোতায়েন রয়েছে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।' এদিন সকালে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র জানিয়েছেন, '৪-৫ জনের একটি গ্রুপ বজরং দলের এক কর্মীকে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কোনও সংগঠন আছে বলে আমার জানা নেই। শিবমোগায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শহরের সীমানায় স্কুল-কলেজ দুই দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' হিজাব নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বজরং দলের যুব কর্মী খুনের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল কর্ণাটকের শিবমোগায়। রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি (এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। তোপ দেগেছেন বিজেপি ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কুমারস্বামীর মতে, কর্ণাটকের শান্তি বিঘ্নিত করেছে কংগ্রেস ও বিজেপি। কর্ণাটকে হিজাব নিয়ে বিবাদ এখনও থামেনি, এরমধ্যে রবিবার রাতে শিবমোগা জেলায় কুপিয়ে খান করা হয়েছে বজরং দলের যুব কর্মী হর্ষকে। অশান্তির আশঙ্কায় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সোমবার কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জেডি (এস) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী বলেছেন, 'গত সপ্তাহে যখন কারাভালি ইস্যু (হিজাব বিবাদ) শুরু হয়েছিল, আমি তখনই মনে করেছিলাম এই ধরণের কিছু একটা হবেই। আমরা ছেলেটির মৃত্যু দেখলাম। এটা কংগ্রেস ও বিজেপির প্রাপ্তি। তাঁরা এই রাজ্যের শান্তি অস্থিতিশীল করেছে। তাঁরা এই ধরনের ঘটনা চেয়েছিল।'

গুজরাট বোমা হামলার দোষীদের একজনের বাবা সক্রিয় সমাজবাদী পার্টির কর্মী, অভিযোগ আদিত্যনাথ-র

হারদোই (উত্তরপ্রদেশ), ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সমাজবাদী পার্টিকে কটাক্ষ করে বলেন, গুজরাটের একটি বিশেষ আদালত ২০০৮ সালের গুজরাট বোমা হামলার জন্য ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দুদিন পরে দাবি করেন, একজন দোষীর বাবা একজন সক্রিয় সমাজবাদী পার্টির কর্মী। সোমবার হারদোইতে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুজরাটের একটি আদালত আহমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় ৩৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এর মধ্যে ৮ জনের আজমগড়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এই ৮ জনের মধ্যে একজন দোষীর বাবা একজন সক্রিয় সমাজবাদী পার্টির কর্মী। তিনি আরও বলেন, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের এই বিষয়ে স্পষ্ট করা উচিত। উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির দুর্গ দখল একটি আসন হল আজমগড়, যা দীর্ঘদিন ধরে সমাজবাদী পার্টির ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। ২০১৪ সালে সপা-র প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব এই আসনে জিতেছিলেন। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার ৪০৩ টি আসনের নির্বাচন ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত সাত ধাপে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।দেহ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রো সুশৃংখল খাবার সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহ চক্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।তাই, দেহ চক্র সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।বিপাক বৃদ্ধি: খাবারের সময় সীমার ওপর শরীরের বিপাক হার নির্ভর করে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিপাক হার সবচেয়ে বেশি থাকে। তাই এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া না হলে শরীর বিপাকের হার বজায় রাখতে সক্ষম হবে না। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপাকের হারও হ্রাস পেতে থাকে। তাই রাত আটটার মধ্যে রাতের খাবার সম্পন্ন করা উচিত, এতে খাবার হজম হয় ঠিক মতো।বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশনে সহায়তা করে: খাবারের মাধ্যমে শরীর অনেক কিছু গ্রহণ করে।। শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করতে যকৃত সহায়তা করে। আর যকৃতের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ের কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যকৃত ঠিক মতো নিষ্কাশনের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতে সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি।তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘন্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার ঘন্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হাল্কা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হাল্কা নাস্তা করা উচিত।খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাসকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার দুই ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। ঘুম থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি।দুপুরের খাবার: হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভেলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘন্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘন্টার বিরতি থাকা আবশ্যক। এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আঙ্গুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লিয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে ব্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করাতে সাহায্য করে।সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন।সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে।বেরি- স্ট্রবেরি, আমলকীবেরি ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বয়সের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রণ দূর করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকীর গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন।গ্রীষ্মকালীন ফল- কলা, আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ ব্রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে করে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাপাইন নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মৃত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়ালেখায় মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার।লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস।তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই।এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামূলক 'অ্যাপ' 'বাইযু'স লার্নিং অ্যাপ'য়ের 'চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার' আঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবাসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বন্দি থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই।বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়ানো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কঠিন অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তু আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট ঘেটে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে।ভিডিও দেখা: বিশেষজ্ঞরা বলেন, পড়ে শেখার চাইতে দেখে শেখা দ্রুততর। কারণ চাক্ষুস কোনো ঘটনা থেকে মস্তিষ্ক ৬০ হাজার গুন দ্রুত গতিতে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। আর বই পড়ার চাইতে ভিডিও দেখা তুলনামূলক বেশি মজাদার একথা অনেকেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝানোর পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনার হাতের মুঠোর আছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব।রুটিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরালোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনে।চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। ইন্টারনেটে তা নিয়ে আরও জানার চেষ্টা করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হলে লব্ধ জ্ঞানকে হাতেনাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলনে মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। করোনাভাইরাসের কারণে জীবন থমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

পেট ফোলাভাব কমাতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

পেট ফাঁপা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এর পেছনে রয়েছে অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ও ভুল জীবনযাত্রা।এছাড়াও, বেশ কিছু খাবার পেট ফোলাভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে পেট ফোলাভাব এড়াতে যে সকল খাবার বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানানো হল।সাধারণত, গ্যাসের কারণে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে পেট ব্যথা, ফাঁপা বা ঢেকুরের সমস্যা দেখা দেয়। অজীর্ণ খাবার ভাঙ্গনের ফলে বা খাওয়ার সময় বাতাস গ্রহণের ফলে পেট বায়ু জমে ও পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।পেট ফোলাভাবের অন্যতম কারণ হল অ্যাসিড সৃষ্টি, এছাড়াও অ্যান্টি ডায়াবেটিস আন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু কারণেও পেট ফোলাভাব দেখা দেয়।কার্বোনেইটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়।ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেইট ও খনিজ- লৌহ, কপার এবং ম্যাগ্নেশিয়াম সমৃদ্ধ। এটা উচ্চ আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় ডাল খেলে অনেকেরই পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়।ক্রুসিফেরাস সবজি: ব্রকলি, বাঁধাকপি, চানা ডাল, ফুলকপি-সহ এই ধরনের সবজি উচ্চ আঁশ, ভিটামিন সি ও কে সমৃদ্ধ। যা শরীরের জন্য উপকারী। তবে এখানে এমন কিছু যৌগ রয়েছে যা পরিপাকতন্ত্র-জনিত রোগের সৃষ্টি করে। ফলে গ্যাস সৃষ্টি হয়।পেঁয়াজ ও রসুন: পেঁয়াজ প্রায় সব খাবারেই স্বাদ বৃদ্ধি করে। এতে আছে ফ্রুক্টান্স যা পেট ফাঁপার সমস্যা সৃষ্টি করে। রসুন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে। রসুনের প্রচুল ফ্রুক্টোন থাকায় তা পেটে বাতাসের সৃষ্টি করে পেট ফাঁপার সমস্যা তৈরি করে।পেটের ফাঁপাভাব দূর করার উপায়- খাওয়ার পরপরই ঘুমাতে যাওয়া যাবে না। খাওয়ার পরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করে খাবার হজম হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।- খাবার ধীর গতিতে ও সুষ্ঠুভাবে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। যা মুখে তৈরি হওয়া লালার সঙ্গে মিশে হজম দ্রুত করতে সহায়তা করে। ফলে খাওয়ার পরে গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে থাকে। - অতিরিক্ত নোনতা খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এতে হজম ও পুষ্টি শোষণে প্রভাব রাখে। - হালকা ও পরিমাণে কম খাবার হজম করা সহজ ও উপকারী।- হজমক্রিয়া বাড়াতে প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার যেমন- দই খাওয়া ভালো। এটা হজমে সহায়তা করে। ফলে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয় না।সতর্কতা পেট ব্যথার সমস্যার পাশাপাশি পেট ফোলার সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

অনিদ্রার কারণ ও সমাধান

ঘুম আসেনা সহজে এবং তা প্রতিনিয়তই। তাহলে হয়ত আপনি অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন।নানান কারণে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।অনিদ্রা-যাদের অনিদ্রার সমস্যা আছে তাদের প্রতিনিয়ত ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্ক ও ঘুম-বিষয়ক চিকিৎসক নেইট ফাভিনির মতে, "প্রত্যেকেরই কখনও না কখনও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা যখন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা শুরু করে তখন তা অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত হয়।"অনিদ্রার লক্ষণ- দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকার পরও ঘুম না আসা।- রাতে অনবরত হাঁটা চলা করা। - তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাওয়া ও পরে ঘুম না আসা। এই ধরনের সমস্যা যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে।অনিদ্রার কারণে সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো দেখা যায়-- অমনোযোগ, অস্থিরতা, স্মৃতি হ্রাস।- শক্তি ও অনুপ্রেরণার অভাব।- অস্বস্তি, হতাশা ও উদ্বেগ।- মাথা-ব্যথা, শরীরে-ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি।যদি ক্লান্তিবোধ করেন ও ঘুমের সমস্যা কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা সুসম্পর্কে বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।অনিদ্রার ধরণ-অনিদ্রার সময়ের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়'অ্যাকিউট' বা তীব্র অনিদ্রা: কোন বিশেষ কারণে অনিদ্রা দেখা দেয় যেমন- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ এবং কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা: এটা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে হয়ে থাকে এবং তা দীর্ঘদিনের জন্য- প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে কমপক্ষে তিন মাস ব্যাপী।গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি বছর ২৫ শতাংশের তীব্র অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ৭৫ শতাংশই দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত না হয়ে সমাধান হয়ে যায়।কারণ-সাধারত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- মাধ্যমিক অনিদ্রা সাধারণত অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা বা ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। আর প্রাথমিক অনিদ্রা হল প্রধান অসুস্থতা। প্রাথমিক অনিদ্রা-এটা কোনো স্বাস্থ্য জনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত না এটা সাধারণত তীব্র অনিদ্রা। এটা মূলত নিম্নোক্ত কারণের জন্য হয়ে থাকে-মানসিক চাপ: চাকুরির সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এমন কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন- কাছের কারও মৃত্যু বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশের অভাব: উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমানোর সময় বেশি গরম, বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণেও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়।ঘুমের অনিয়মিত রুটিন: অস্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস যেমন- প্রতিদিন একই সময় ঘুমাতে না যাওয়া। ঘুমের রুটিনের পরিবর্তন এই ধরনের অনিদ্রার কারণ।এই ধরনের সমস্যা চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব।মাধ্যমিক অনিদ্রা-সাধারণত, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই ধরণের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও, বিভিন্ন রকম ওষুধের পার্শপ্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এমনটা দেখা দিতে পারে। এর ফলে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন-ঘুমের সমস্যা: গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুমের সমস্যা আছে এমন ৩৮ শতাংশ লোকের অনিদ্রা দেখা যায় এবং ৬০ শতাংশের মধ্যে পায়ের অস্বস্তির সমস্যা আছে। দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা: দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সমস্যা যেমন- শ্বাসকষ্ট, অ্যাসিডিটি, দীর্ঘমেয়াদি ব্যথা, হরমোন ও থায়রয়েড ও স্নায়বিক সমস্যা যেমন- পারকিনসন ইত্যাদি থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভাবস্থা: গবেষণা থেকে জানা গেছে, গর্ভাবস্থায় প্রায় ৭৮ শতাংশেরই নিদ্রাহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। গর্ভধারণের তিন মাসের মাথায় এই ধরনের সমস্যা হয়। কারণ এই সময় সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক চাপ ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। উদ্বেগ ও হতাশা অনিদ্রার সৃষ্টি করে। এমনটা দেখা দিলে থেরাপি নেওয়ার প্রয়োজন। অতিরিক্ত ক্যাফেইন, নিকোটিন ও অ্যাল্কোহল ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদ্বেগ জনিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে আরামাদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতে ঘুমানো আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

এই সময়ে চোখের সুস্থতা

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা।সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব রক্ষার্থে বেশিরভাগ সময় কাটছে বাসায়। শিক্ষার্থীদের চলছে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন।ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই আপাতত।তাই এই সময়ে চোখের যত্নে চাই বাড়তি আয়োজন।স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।- চোখে লালচেভাব, চুলকানি, শুষ্কতা, দুর্বলতা, পানি পড়া, কালো দাগ ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিলে তার উপযুক্ত চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।- চোখ ভালো রাখতে বৈদ্যুতিক পর্দার দিকে তাকিয়ে কাজ করার সময় ২০ মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ডের জন্য চোখকে বিশ্রাম দিন। অর্থাৎ আলো থেকে দূরে থাকুন। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।- 'অ্যান্টি-গ্লেয়ার' চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে স্ক্রিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়।- খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

ঘন কুয়াশায় ঢাকল তিলোত্তমা শীতের আমেজ একেবারেই উধাও

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শীতের বিদায়লগ্নে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল তিলোত্তমা। শুধু কলকাতাই নয়, সোমবার সকালে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায় বিভিন্ন জেলা। সকালে দৃশ্যমানতা নেমে যায় ৫০ মিটারের নীচে। এদিন সকালে গ্রাম বাংলায় হালকা ঠাণ্ডা অনুভূত হলেও, কলকাতায় একটুও ঠাণ্ডা মালুম হয়নি।সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। এদিন সকালে কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। কুয়াশার কারণে উড়ান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতা বেশি থাকার কারণেই এই ঘন কুয়াশার আস্তরণ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অবশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়, দেখা মিলেছে সূর্যের। তবে, শীতের আমেজ একধাক্কায় উধাও হয়ে গিয়েছে।

কুয়াশার প্রভাবে কলকাতায় উড়ান পরিষেবায় বিঘ্ন, ট্রেন-ফেরি চলাচলও ব্যাহত

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় একধাক্কায় ৫০ মিটারের নীচে নেমে গেল দৃশ্যমানতা। ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল তিলোত্তমা। সোমবার ভোরে কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কলকাতা বিমানবন্দরে কুয়াশার প্রভাবে বিঘ্নিত হয়েছে উড়ান পরিষেবা, ঘন কুয়াশার কারণে ব্যাহত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা ও বিভিন্ন জেলায় ফেরি পরিষেবাও। ঘন কুয়াশার প্রভাবে কলকাতা বিমানবন্দরে বিঘ্নিত হয় বিমান ওঠানামা। সকালে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নীচে নেমে যায়। কৃত্রিম আলো জ্বালিয়েও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায়নি। ফলে সকাল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে কোনও বিমান ওঠানামা করতে পারেনি। অন্য রাজ্য থেকে আসা বিমানগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অধিকাংশ বিমান রাঁচিতে অবতরণ করেছে। বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় বিমানবন্দরে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে।

ঘন কুয়াশার কারণে ব্যাহত হয়েছে ট্রেন পরিষেবাও। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর-শালিমার, পাঁশকুড়া-হলদিয়া ও খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় সকালের দিকে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। হাওড়াগামী বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশ কিছুটা দেরিতে ঢোকে। দুর্ঘটনা এড়াতে লোকাল ট্রেনের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব রেলের হাওড়া শাখাতেও লোকাল ট্রেন চলাচলে প্রভাব পড়ে। পাশাপাশি দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় হুগলির কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ফেরি চলাচল বন্ধ। এর ফলে উত্তর ২৪ পরগনার সঙ্গে হুগলির জলপথে যোগাযোগ ব্যাহত হয়।

বর্তমানে বহু ভাষার বহুত্ব উদযাপনের প্রয়োজন ভারতে, গৌরবের একুশে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অমর একুশের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন। গৌরবের একুশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহ্বান জানিয়েছেন, 'বর্তমানে বহু ভাষার বহুত্ব উদযাপনের প্রয়োজন রয়েছে ভারতে।' সোমবার সকালে টুইটারে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা! মাতৃভাষার জন্য বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করা সমস্ত শহীদদের প্রতি প্রণাম। বহু ভাষার বহুত্ব বর্তমানে ভারতে উদযাপনের প্রয়োজন। আমরা সমস্ত ভাষাকে ভালবাসি, আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে ভালবাসি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, 'ভাষা-মোদের ভালবাসা, সবাইকে নিয়ে বাঁচার আশা।'

অমর একুশের অমর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে পালন করা হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কার ৩০তম অধিবেশনে বিশ্বের ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণ করেন। সমস্ত বাঙালি জাতির কাছে যা ছিল এক গৌরবময় অর্জন।

রবিবার ভারত বিকাশ পরিষদ পূর্ব আগরতলা শাখার উদ্যোগে পূর্ব চাম্পামুড়া গ্রামের মহিলাদের নিয়ে পিঠাপুলি উৎসব ও রঙ্গোলী আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে সেবাধাম এর কমিউনিটি হলে।

পুলিশ ও ডাকাতদের খণ্ডযুদ্ধে আসানসোলে রক্তারক্তি, নাকা তল্লাশিতে গ্রেফতার ৪

আসানসোল, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির চেষ্টার প্রেক্ষিতে পুলিশ এবং ডাকাতদলের মধ্যে চলল গুলির লড়াই। গ্রেফতার হয়েছে চারজন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বোমা। বাজেয়াপ্ত করা হয় মোটরবাইক। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে আসানসোলের রানিগঞ্জ থানার রামবাগান এলাকায় তুলকালাম। রাত কেটে গেলেও ঘটনার আকস্মিকতায় সোমবার সকালেও আতঙ্কে কাঁটা স্থানীয় বাসিন্দারা। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে রামবাগান এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী সুন্দর ভালোটিয়ার বাড়িতে একদল সশস্ত্র ডাকাত ঢুকে পড়ে। ব্যবসায়ীর আত্মীয় রাম ভালোটিয়া বলেন, "ডাকাতরা ঢুকে পড়ে। তার মধ্যে চারজন মহিলাদের কাছে গিয়ে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। তার মধ্যে এক জন মহিলা সরে গিয়ে এক প্রতিবেশীকে ফোন করেন। তারপর পুলিশ চলে আসে।"

ব্যবসায়ীর প্রতিবেশী তা টের পান। পুলিশকে ফোন করেন। খবর পেয়ে আসানসোল দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনার এন সুধীর কুমার নীলকান্তমের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী রামবাগানে যায়। পুলিশকে দেখামাত্রই সশস্ত্র ডাকাতদল গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশও পালটা গুলি চালানো শুরু করে। পুলিশের সঙ্গে ডাকাতদলের গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয়রা বাড়ির বাইরে চলে আসেন। গুলি চালাতে চালাতে ডাকাতদল পালাতে শুরু করে। ডাকাতদলের গুলিতে তিনজন জখম হন। তার মধ্যে একজন পুলিশ ও দু'জন স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় পুলিশ ৪জন ডাকাতকে গ্রেফতার করে। কমিশনার বলেন, "ডাকাত দলের ফেলে যাওয়া একটি বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে এক ব্যাগ বোমা ও বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র।" শিল্পাঞ্চলজুড়ে নাকা তল্লাশি শুরু হয়েছে। রানিগঞ্জ থেকে বাইরে বেরনোর সব রাস্তা সিল করে তল্লাশি চলছে। এই ঘটনার পর গোটা রাত কেটে গেলেও এখনও থমথমে গোটা এলাকা। আতঙ্কে কাঁটা প্রায় সকলেই।

গৌরবের একুশ; অমর শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য বাংলাদেশে, শ্রদ্ধাঞ্জলি হামিদ ও হাসিনার

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গৌরবের একুশে অমর শহিদদের শ্রদ্ধা জানাল বাংলাদেশ। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?' এই অজেয় শব্দাবলীর গানটি মুখরিত হল সকলের মুখে। শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাবনত মানুষের ঢল নামল। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে অহঙ্কার ও শোকের এই দিনটি পালন করেছে বাংলাদেশ। একুশের প্রথম প্রহরে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৫২ সালের এই দিনে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছিল মাতৃভাষা বাংলার অধিকার। রক্তাক্ত সেই অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালি জাতির ইতিহাসে গভীর শোক ও বেদনার দিন; একই সঙ্গে গৌরবেরও। সোমবার প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শুরু হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন। শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন সেসব বীরদের। প্রসঙ্গত, গত বছরের মতো এবারও কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির কারণে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সশরীরে শহীদ মিনারে যাননি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

রাজৌরিতে টেম্পো-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু যুবকের, প্রাণে বাঁচলেন ৩ জন

জম্মু, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় টেম্পো ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একজন যুবক। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। হতাহতরা সকলেই টেম্পোর যাত্রী ছিলেন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাজৌরি শহরের ওয়াটার পয়েন্টের কাছে। টেম্পোতে মোট ৭ জন ছিলেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক ও আরও একটি গাড়িতে ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় একজনের এবং ৩ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতের নাম-সাজ্জাদ আলি। আহতরা হলেন-রিফাকিত হুসেন, ইমতিয়াজ আহমেদ ও মহম্মদ ইরফান। প্রত্যেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর টেম্পোর চালক-সহ ৪ জনকে রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর রিফাকিতকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পদক্ষেপ জাতীয় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জাতীয় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ আখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এবারের বাজেট জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ন্যাশনাল ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ। আসন সংকটের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। সীমাহীন আসন থাকবে। সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, যত দ্রুত সম্ভব ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি শুরু করা নিশ্চিত করুন।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বৈশ্বিক মহামারীর সময়েও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২২-২৩-এর ইতিবাচক প্রভাব কী, তা এদিন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ একটি ওয়েবিনারে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যত অগ্রদূত। তাঁর কথায়, 'আমাদের তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যত অগ্রদূত। তাঁরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে ক্ষমতায়িত করা মানেই ভারতের ভবিষ্যৎকে ক্ষমতায়ন করা।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এবারের বাজেট জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ন্যাশনাল ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ। আসন সংকটের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। সীমাহীন আসন থাকবে। সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, যত দ্রুত সম্ভব ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি শুরু করা নিশ্চিত করুন।' প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, 'কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫টি বিষয়ের ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল-মানসম্পন্ন শিক্ষার সর্বজনীনীকরণ, দ্বিতীয়টি হল-দক্ষতা উন্নয়ন, তৃতীয়টি হল-নগর পরিকল্পনা এবং নকশা, চতুর্থ হল-আন্তর্জাতিকীকরণ-ভারতে বিশ্বমানের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পঞ্চম হল অ্যানিমেশন ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস গেমিং কমিক।'

জাতীয় ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অভূতপূর্ব পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'জাতীয় ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অনন্য ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ। ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির এমনই সম্ভাবনা রয়েছে, যা দেশের আসন সমস্যা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারে।' এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মাতৃভাষায় দেওয়া শিক্ষা শিশুদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত। অনেক রাজ্যে স্থানীয় ভাষায় চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা শুরু হয়েছে। এই বাজেটে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

আনিসের মৃত্যু নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা মৃত ছাত্র নেতার বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরা

হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হাওড়ার আমতার ছাত্রনেতা আনিস খানের মৃত্যু নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে রহস্য, নিজের বাড়ির তেতলার ছাদ থেকে ছাত্রনেতা আনিস খান কি নিজেই পড়ে গিয়েছিলেন? না, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলা দেওয়া হয়েছিল? তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ঠিক কীভাবে আনিসের মৃত্যু হয়েছে, তা জানতে ফরেন্সিক বিভাগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সেই সঙ্গে সত্য উদ্ঘাটনে ময়না-তদন্তের রিপোর্টও হতে পারে বড় হাতিয়ার। এদিকে, ছাত্রনেতা আনিস খান খুনের ঘটনার তিন-দিন পর মৃত ছাত্র নেতার বাড়ির সামনে বসল পুলিশি পাহারা। যদিও মৃতের বাবা সালেম খানের দাবি, এর আগে পুলিশ নিরাপত্তা না দেওয়ায় ছেলেকে খুন হতে হয়েছে। সুতরাং এখন আর নিরাপত্তার দরকার নেই। পাড়ার লোকেরাই আমাদের নিরাপত্তা দেবে। এদিন তিনি জানান, রবিবার রাতে এক ব্যক্তি বাড়িতে এসে চাকরির প্রস্তাব দেয়। যদিও আমরা সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি। আমাদের একটাই দাবি, আনিসের হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক। পাশাপাশি সালেম খান বলেন, রবিবার রাতে ওই ব্যক্তি পুলিশের এক কর্তাকে ফোন করেন। তারপরই বাড়ির সামনে পুলিশি পাহারা বসেছে। অন্যদিকে, খুনের তদন্তে সোমবার সকালে মৃত ছাত্র নেতার বাড়িতে যান হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের ডিএসপি সুব্রত ভৌমিক।

জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে বৃষ্টি ও তুষারপাতের ভ্রূকুটি, দ্রাস কাঁপছে মাইনাস ২১.৬ ডিগ্রিতে

শ্রীনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে দু''দিন জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি অবধি জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের তেমন সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রাক্কালে সোমবার সকাল থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ছিল জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ। এদিকে, ঠাণ্ডা কমছেই না কাশ্মীরে। অনেক স্থানে এখনও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৮.০ ডিগ্রি, দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগামে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬.০ ডিগ্রি, জম্মুতে ৮.১ ডিগ্রি। লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কার্গিলে মাইনাস ১৮.২ ডিগ্রি, দ্রাসে মাইনাস ২১.৬ ডিগ্রি।

তরুণ প্রজন্মই ভারতের ভবিষ্যত অগ্রদূত তাঁরাই দেশ নির্মাতা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২২-এর ইতিবাচক প্রভাব কী, তা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ একটি ওয়েবিনারে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যত অগ্রদূত। তাঁর কথায়, 'আমাদের তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যত অগ্রদূত। তাঁরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাতা। তাই বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে ক্ষমতায়িত করা মানেই ভারতের ভবিষ্যৎকে ক্ষমতায়ন করা।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এবারের বাজেট জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। ন্যাশনাল ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ। আসন সংকটের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। সীমাহীন আসন থাকবে। সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, যত দ্রুত সম্ভব ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি শুরু করা নিশ্চিত করুন।' প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, 'কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ৫টি বিষয়ের ওপর অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল-মানসম্পন্ন শিক্ষার সর্বজনীনীকরণ, দ্বিতীয়টি হল-দক্ষতা উন্নয়ন, তৃতীয়টি হল-নগর পরিকল্পনা এবং নকশা, চতুর্থ হল-আন্তর্জাতিকীকরণ-ভারতে বিশ্বমানের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় এবং পঞ্চম হল অ্যানিমেশন ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস গেমিং কমিক।'

পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির পঞ্চম মামলায় ৫ বছরের জেল লালুর, ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা

রাঁচি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লালু প্রসাদ যাদবের ফের জেলের সাজা। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির ১৩৯.৩৫-কোটি টাকার ডোরান্ডা ট্রেজারি মামলায় পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবকে। সোমবার রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এই সাজা দিয়েছে। পাশাপাশি ৬০ লক্ষ টাকার জরিমানাও করা হয়েছে লালুকে। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির এটি পঞ্চম মামলা, ডোরান্ডা ট্রেজারি মামলায় গত মঙ্গলবার লালুকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত। ওই দিন সশরীরে রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন লালু। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির আরও চারটি মামলায় ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন লালু প্রসাদ যাদব। গত মঙ্গলবার পঞ্চম মামলা ডোরান্ডা ট্রেজারি মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। এরপর সোমবার সাজা ঘোষণা করা হয়েছে, লালুকে ৫ বছরের জেল ও ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে রাঁচির বিশেষ সিবিআই আদালত।

উল্লেখ্য, ডোরান্ডা ট্রেজারি মামলায় গত ২৯ জানুয়ারি শেষ হয়েছিল যুক্তিতর্ক শুনানি, তারপর রায়দান সংরক্ষিত রাখে আদালত। বিশেষ সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) বিচারক এস কে শশীর আদালত লালু প্রসাদ-সহ ৯৯ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শুনানি শেষ করেছে, যা গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে চলছিল। গত মঙ্গলবার রায়দানের দিন সমস্ত অভিযুক্তকে আদালতে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল। ওই লালুকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন বিচারপতি সি কে শশী।

প্রসঙ্গত, এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ছিল ১৭০ জন, ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, ৭ জন সরকারি সাক্ষী হয়েছেন, দু''জন নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং ছ''জন পলাতক। লালু প্রসাদ ছাড়াও প্রাক্তন সাংসদ জগদীশ শর্মা, তৎকালীন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান ধ্রুব ভগত, পশুপালন সচিব বেক জুলিয়াস এবং পশুপালন সহকারী পরিচালক কে এম প্রসাদ প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন।

কেরলে সিপিএম কর্মীকে কুপিয়ে খুন

তিরুবনন্তপুরম, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার গভীর রাতে কেরলের উত্তরে কান্নুর জেলায় এক সিপিএম কর্মীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। সোমবার এখবর জানিয়েছে কেরল পুলিশ। মৃতের নাম হরিদাসন। তিনি পেশায় মৎস্যজীবী ছিলেন। নিউ মাহে অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হানা দিয়েছিল। তাদের হামলায় ৫৪ বছর বয়সী হরিদাসন গুরুতর আহত হন।

পরে হরিদাসনের প্রতিবেশীরা তাঁকে থালাসেরিতে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দেহটি পেরিয়ারম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, হরিদাসন যে এলাকায় থাকতেন, সেখানে সপ্তাহখানেক আগে সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষ হয়।

সিপিএমের অভিযোগ, আরএসএস কর্মীরা হরিদাসনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। তারাই ওই সিপিএম কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে। আরএসএস এই অভিযোগের জবাব দেয়নি। বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

আনিসকাণ্ডের জেরে কলকাতার রাজপথ উত্তাল করার ডাক শিক্ষার্থী সমাজের একাংশের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হাওড়া-আমতায় ছাত্রনেতা আনিস খানের রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথ উত্তাল করার ডাক দিল শিক্ষার্থী সমাজের একাংশ। ওই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার ছাত্রছাত্রীরা রাজপথে নামছেন বলে জানান আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা। রবিবার এসএফআইয়ের নেতৃত্বে আমতা থানা ভবনের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভ হয়। সোমবারও হয় বিক্ষোভ সমাবেশ। আলিয়ার পার্ক সার্কাস ও নিউ টাউন ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা জানান, মঙ্গলবার হয় তাঁরা মহাকরণ অভিযান করবেন অথবা গান্ধী-মূর্তির পাদদেশে যাবেন। মিছিলে কলকাতার সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান জানানো হচ্ছে। মিনহাজুল ইসলাম নামে আলিয়ার এক প্রাক্তন ছাত্র তথা আনিসের বন্ধু জানান, স্মারকলিপি দেওয়া হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। মিনহাজুল বলেন, "আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি হস্তান্তর নিয়ে বিতর্ক থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের হস্টেলের পরিকাঠামো ঠিক করা, স্কলারশিপের টাকা বাড়ানোর দাবিতে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। আনিস এখন আলিয়ার পড়ুয়া না-হলেও এই সব আন্দোলনের শরিক ছিলেন। আন্দোলনের মাঝপথে আনিসের এ ভাবে চলে যাওয়াটা আমাদের আন্দোলন সফল করার জেদ আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল।' মিনহাজুল জানান, মৃত্যুর আশঙ্কায় আনিস আমতা থানায় চিঠিও দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তার পরেও আনিসের নিরাপত্তা জোরদার আনিসে করা হয়নি কেন, পুলিশ-প্রশাসনের দোষীদের কাছে তার জবাব চাইবেন তাঁরা।

রাজস্থানের কোটায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লাখ টাকার এক্স-গ্রেসিয়া ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজস্থানের কোটায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকার এক্স-গ্রেসিয়া ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজেও এই ঘোষণার কথা তিনি টুইট করে জানিয়েছেন।টুইটে তিনি লিখেছেন, 'কোটাতে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের স্বজনদের প্রত্যেককেপ্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেককে ২ লাখ টাকার এক্স-গ্রেসিয়া দেওয়া হবে। আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।' দুর্ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

টিএসইসিএলের উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কর্ণাটকে বজরং দলের কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা, মন্ত্রী বললেন গুন্ডামি বরদাস্ত নয়

শিবমোগা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কর্ণাটকের শিবমোগা জেলায় ২৩ বছর বয়সী বজরং দলের এক কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করল দুষ্কৃতীরা। হর্ষ নামে ওই বজরং দলের কর্মীকে রবিবার রাতে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাতে ভারতী কলোনির রবি বর্মা লেনে কুপিয়ে খুন করা হয় ২৩ বছরের ওই যুবককে। হিজাব বিবাদের মধ্যেই বজরং দলের কর্মীর খুনের ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে অশান্ত হতে পারে কর্ণাটক, তাই সোমবার কর্ণাটকের সমস্ত স্কুল ও কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কী কারণে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বজরং দলের এক কর্মীকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কর্ণাটকের মন্ত্রী কে এস ঈশ্বরাপ্পা। তিনি বলেছেন, 'বজরং দলের কর্মী খুনের ঘটনায় আমি খুবই বিরক্ত। আমরা "গুণ্ডামি" হতে দেব না।' তিনি শিবমোগা যাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন। শিবমোগা জেলার ডেপুটি কমিশনার ডঃ সেলভামনি আর জানিয়েছেন, 'জেলার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় পুলিশ ও রাফ মোতায়েন রয়েছে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।'

কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র জানিয়েছেন, '৪-৫ জনের একটি গ্রুপ বজরং দলের এক কর্মীকে হত্যা করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কোনও সংগঠন আছে বলে আমার জানা নেই। শিবমোগায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে শহরের সীমানায় স্কুল-কলেজ দুই দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'এমন ধরনের ঘটনা হওয়া উচিত নয়, পুলিশ খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করবে।'

প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন শুরু গোয়ায়

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনা অতিমারীর দাপট কমতেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে খুলে দেওয়া হচ্ছে স্কুল। এবার স্কুল খুলে গেল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মুতে, শিক্ষাঙ্গন খুলেছে গোয়াতেও। সোমবার থেকে জম্মুতে শুরু হয়েছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পঠনপাঠন। পাশাপাশি গোয়ায় শুরু হয়েছে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস। গোয়া হোক অথবা জম্মু-সর্বত্রই শিক্ষাঙ্গনে ফেরা ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে ছিল আনন্দের ছাপ।

গোয়া ও জম্মুর প্রায় সমস্ত স্কুলেই পড়ুয়াদের উপস্থিতি এদিন ছিল চোখে পড়ার মতো। গোয়ার রাজ্য শিক্ষা ডিরেক্টর ভূষণ সাভাইকার জানিয়েছেন, 'অধিকাংশ স্কুলেই পড়ুয়াদের অনেক বেশি উপস্থিতি ছিল এদিন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অকাল-মৃত্যু, প্রয়াত অন্ধ্রের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী গৌতম রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অকালেই প্রয়াত হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও শিল্প মন্ত্রী মেকাপতি গৌতম রেড্ডি। সোমবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে গৌতমের। মাত্র ৫০ বছর বয়সে স্ত্রী, এক মেয়ে ও ছেলেকে রেখে না-ফেরার দেশে চলে গেলেন গৌতম। দুবাইয়ে ১০ দিন কাটানোর পর কিছু দিন আগে হায়দরাবাদে ফিরেছিলেন গৌতম রেড্ডি। রাজ্যে বিনিয়োগের লক্ষ্যেই দুবাইয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সোমবার অনেক ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

প্রাক্তন সাংসদ মেকাপতি রাজমোহন রেড্ডির ছেলে গৌতম রেড্ডি। ২০১৪ সালে সর্বপ্রথম অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন গৌতম, ২০১৯ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন তিনি। ওয়াই এস আর কংগ্রেস সরকারে মন্ত্রী হন। গৌতমের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি।

টিকাদানের গতি ফের মন্থর ভারতে ১৭৫.৪৬-কোটি টিকাকরণ সম্পূণ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেক কম টিকাকরণ হয়েছে ভারতে, বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকাকরণ কম হলেও পৌঁছে গিয়েছে নতুন মাইলফলকে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৭ লক্ষ ০০ হাজার ৭০৬ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৭৫.৪৬-কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৭৫,৪৬,২৫,৭১০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৭৬.০১-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৮,৩১, ০৮৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭৬,০১,৪৬,৩৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৮,৩১,০৮৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ০৫১ জন।

প্রদীপের আগুনে পুড়ল শরীরের পঞ্চাশ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারী।। অসতর্কতার কারণে প্রদীপের আগুনে পুড়ে যায় শরীরের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত শহর সংলগ্ন মধ্য পাড়া এলাকায়। শান্তা চক্রবর্তী নামক পঁয়ষট্টি বছর বয়সী এই বৃদ্ধা অগ্নি দগ্ধ হয়ে খবর লেখা অব্দি উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি আছেন। ঠাকুর পূজো দিতে গিয়ে অসাবধানতাবশত প্রদীপের আলোতে শরীরের বেশির ভাগ অংশে আগুন লেগে যায় ।পরবর্তীতে নিকট আত্মীয়ের চিৎকারে পাশ্ববর্তী প্রতিবেশিরা উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের খবর দেন।খবর পেয়ে উদয়পুর দমকলকর্মীদের তৎপরতায় অগ্নি দগ্ধ শান্তা চক্রবর্তীকে উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অল্পেতে রক্ষা পেলো বসত ঘর।ঘিঞ্জি এলাকায় এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। অল্পেতে বড় ধরনের অগ্নি কান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো গোটা মধ্যপাড়া এলাকা।

লেফুঙ্গায়

● প্রথম পাতার পর

দেবকে আটক করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের পাশাপাশি আর্মস আইনেও মামলা রুজু হয়েছে।

এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শহর অনির্বান দাস বলেন, গতকাল রাত আড়াইটা নাগাদ পুলিশ ওই অভিযানে নেমেছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অভিযান চলেছে। ধৃত দুইজনের সাথে একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে। তবে, ওই গাড়ির মালিক তারা নন। তিনি জানান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আগামীকাল দুজনকেই আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই নিম্নমুখী ভারতে, মোট করোনা-মুক্ত ৯৮.৩৩ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৬ হাজার ০৫১ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই কম। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ২০৬ জন রোগীর। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার কমে ১.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২,০২,১৩১-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২২,০৫৬ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৭ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৭ লক্ষ ০০ হাজার ৭০৬ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৭৫,৪৬,২৫,৭১০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,১২,১০৯ জন (১.২০ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৭৯,০১ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২১,২৪,২৮৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৩ শতাংশ। নতুন করে ১৬,০৫১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ভারতে মোট কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২৮,৩৮,৫২৪ জন।

বিলোনীয়াতেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২১ ফেব্রুয়ারী।। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিকুল, কে স্মরণ করলো বিলোনিয়া প্রেসক্লাব সোমবার বেলা ১১ টায় বিলোনিয়া এক নং টিলা থেকে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ভাষা দিবসের শহীদ বেদী প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় এদিনের শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ বিলোনিয়া পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শিখা নাথ , বিলোনিয়া প্রেসক্লাবের সদস্যসহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকারা বর্ণাঢ্য রেলিতে অংশ নেয় ।রেলি শেষে সূর্যসেন ছাত্রাবাসের কনফারেন্স হলে মাতৃভাষা দিবসের উপরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট টেনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন অধ্যাপক পিনাকী মাইতি আলোচনার মধ্য দিয়ে সকালের অনুষ্ঠানের পর্ব শেষ হয় সন্ধ্যায় বিলোনিয়া প্রেসক্লাবে অনুষ্টিত হয় সানীয় শিল্পীদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কল্যাণপুরে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ ফেব্রুয়ারী।। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা কি ভুলিতে পারি এই গানের মধ্য দিয়ে সবার ঘুম ভাঙ্গে কল্যাণপুরে ।গোটা রাজ্যের সাথে কল্যাণপুর পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। প্রতিবছর এই দিনে অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপিত হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম নয় এই বছর। কল্যাণপুরে একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এই দিবসটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। সোমবার সকালে শহীদ বেদিতে ফুল মালা শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিল গণসংগীত অঙ্কন প্রতিযোগিতা। শেষে ছিল বক্তৃতা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কি বা কেন আমরা পালন করব এই বিষয়ে তাৎপর্য তুলে ধরে বিশিষ্টজনেরা। এদিকে এদিন কল্যাণপুর মোটর স্ট্যান্ডে আমরা বাঙালি দল কল্যাণপুর ব্লক কমিটি দলের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। সকালে অস্থায়ী শহীদ স্তম্ভে ফুলের তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন আমরা বাঙালি দলের খোয়াই জেলা কমিটির সচিব সুবল দেব। উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লক কমিটির সচিব উত্তম দাস এবং অন্যান্যরা। শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সুবল দেব। ছিল প্রভাত ফেরী।

শিক্ষামন্ত্রী

● আটের পাতার পর

ভাষাই ছোট বা বড় নয়। সব ভাষাকেই সমান সম্মান দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মধ্যে বিবিধের মাঝে মিলনের মূল ভাবনা সার্থক হবে। আলোচনা করতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোন ভাষা হারিয়ে গেলে ঐ জাতির সংস্কৃতিও হারিয়ে যায়। এজন্য ইউনেস্কো মাতৃভাষা দিবসের সূচনা করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, করোনাকালে যে সকল জনহিতৈষী কাজগুলি করা সম্ভব হয়ে উঠেনি সেগুলিকে সম্পন্ন করার জন্য আগামী দিনগুলিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। এই সরকার উন্নয়নের সরকার, কর্মচারি বান্ধব সরকার।

অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মদ বলেন, সারা পৃথিবীতে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটির আয়োজন করেছে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা পৃথিবীর বুকে এক ব্যতিক্রমী জায়গা এবং উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। যার ফলে এই দিবস পালনের অনুষ্ঠান এক অনন্য উচ্চতা লাভ করেছে। তিনি বলেন, অমর একুশ এখন সার্বজনীন। তাই সারা পৃথিবীতে এই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে ভারত, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্বেও অভূতপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান ড় অরুণোদয় সাহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা সহ রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জাতি জনজাতিদের প্রতিনিধিগণ তাদের চিরাচরিত পোশাক পরিধান করে নিজস্ব ভাষায় উপস্থিত সকলকে অভিবাদন করেন এবং সকল ভাষার সম্মানে আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই স্লোগান প্রদান করেন। শেষে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উদয়পুরে

● আটের পাতার পর

জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা এসে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দিতে না পারলে এলাকাটি অগ্নিকাণ্ডে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারত। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান বাড়ির অনুষ্ঠানে গ্যাস সিলিন্ডারে অগ্নিকান্ডর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আশায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে।

জোলাইবাড়িতে

● আটের পাতার পর

জনসন্মুখে তুলেধরলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই মিছিল ও বাজারসভাকে কেন্দ্রকরে জোলাইবাড়ী বাজারে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতিরহার ছিলো লক্ষনীয়।

উদযাপিত

● প্রথম পাতার পর

রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়েছে। শোভাযাত্রা শুরুর আগে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় সর্বপ্রথমে ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সেই থেকে সমগ্র বিশ্বের সাথে আমাদের রাজ্যেও ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার এবং বাংলাদেশ হাইকমিশনের যৌথ উদ্যোগে এ দিনটি পালন করা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে প্রায় ৬০০০ ভাষা রয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। কোনো ভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, বিভিন্ন ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য, নিজ মাতৃভাষার ন্যায় অন্যের ভাষাকে ও শ্রদ্ধা করার জন্য আজ শুধু বাঙ্গালী নয়, সাঁওতাল, রিয়াং, ভিল, ত্রিপুরী, মনিপুরী সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছেন।

আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার আরিফ মোহাম্মাদ সাংবাদিকদের বলেন, এই সুবিশাল শোভাযাত্রার বার্তা দেশের গন্ডি পেরিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রে পৌঁছে যাবে। এজন্য তিনি ত্রিপুরা সরকারকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। তাই সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত। তিনি সালাম, বরকত, রফিক, শফিক সহ নাম না জানা ভাষাশহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

যুবমোর্চা

● প্রথম পাতার পর

মুখী কাজের সুফল যুব থেকে শুরু কর্মচারী সকলেই কুড়িয়েছেন। তবুও, সরকার সমালোচিত হচ্ছে। তিনি বামপন্থী যুবদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, ২৫ বছরের বাম শাসনে কতজনের কর্মসংস্থান হয়েছে রাজ্যবাসীর কাছে তুলে ধরুন। তাঁর দাবি, বামদের ২৫ বছরে সঠিকভাবে কর্মসংস্থান হয়নি, তাই আজ যুবরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্র ভোটের মাধ্যমে রাজ্যবাসী জবাব দিচ্ছেন। তাই, পুর, নগর, এবং এডিসি ভোটে বামেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। তাঁর দাবি, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে আবারও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে আজ সমস্ত মন্ডলে বিজেপি যুব মোর্চা রেলি সংগঠিত করেছে। তাঁর সাফ কথা, সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হয়েছে।

এদিন প্রদেশ বিজেপি সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর উন্নয়নের মাত্রা দেখে মানুষ স্তম্ভিত। তবুও, সমালোচনা চলছে সমানে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, দিল্লিতে দোস্তি এবং ত্রিপুরায় কুস্তি বাম-কংগ্রেসের প্রতারণা মানুষ বুঝে গেছেন। তাই, তাঁদের এজেন্ট হিসেবে যাঁরা এতদিন কাজ করেছেন মানুষ তার যোগ্য জবাব দেবেন। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত ষড়যন্ত্রের জবাব দিতেই যুব মোর্চা আজ গর্জে উঠেছে। প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপি যুব মোর্চার সুবিশাল মিছিল আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত প্ররিক্রমা করেছে। ওই মিছিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং প্রদেশ বিজেপি সম্পাদক টিঙ্কু রায়।

নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

অনির্দিষ্ট হওয়া ছাড়াও প্রাথমিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য ও নেতাদের, অঙ্গ সংগঠন এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে বর্তমান মন্ত্রিসভার মানহানি করার লক্ষ্যে। ত্রিপুরা বিধানসভার অবমনানাকরা হয়েছে। যার ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ সৃষ্টির পাশাপাশি বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদককে অবিলম্বে মন্তব্য সহ তার সম্পূর্ণ পোস্টটি ফিরিয়ে নিতে বলা হযেছে অন্যথায় দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ধারায় তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নোটিশে।

ভিডিও ক্লিপের সাথে সংযুক্ত তার পোস্টে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছিলেন, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রিরা এবং বিজেপির আইনজীবী সেলের আইনজীবীরা দয়া করে এই ভিডিওটি দেখুন, ব্যাখ্যা করুন এবং রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করুন যে আপনার মন্ত্রী-নেতারা জড়িত নয়। রাজনীতিতে আমরা কর্মসূচি ও মতাদর্শ নিয়ে লড়াই করি বা বিতর্ক করি না কেন, এই সব অভিযোগের দিকে আঙুল তুলি কেন।

রাজ্যব্যাপী

● প্রথম পাতার পর

কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তিনি জানান, প্রদেশ কংগ্রেস যোগদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ত্রিপুরা জুড়ে ১৬টি স্থান চিহ্নিত করেছে। প্রথম দফায় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ওই কর্মসূচি। চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। তিনি বলেন, ২৬ ফেব্রুয়ারি সদরে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তিনি জানান, কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট ফরমেট তৈরী করা হয়েছে। ওই ফরমেট সমস্ত ব্লক কমিটির কাছে পাঠানো হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগামীকাল দিল্লি থেকে এআইসিসি-র তিন নেতা ত্রিপুরায় আসছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান নিয়ে বৈঠক করবেন। কারণ, এখন সারা দেশেই কংগ্রেসের সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান ডিজিটালি হচ্ছে। তাই, প্রদেশ কমিটি তাঁদের কাছ থেকে খুটিনাটি বিষয়ে অবগত হবেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় সাতসকালে ভট্টপুকুর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। তবে এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এখনো পর্যন্ত মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি।

বাইক

● প্রথম পাতার পর

হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর একজন বর্তমানে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চালকদের দ্রুতগামীতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং স্কুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এদিকে দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে গোটা এলাকা শোকোস্তব্ধ হয়ে পড়ে।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

মধ্য দিয়ে জনসমর্থন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। এদিন দোষীদের অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবিতে এয়ারপোর্ট থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয় সিপিআইএম এর উদ্যোগে। যার নেতৃত্ব দেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ দাস এবং অন্যান্যরা।

মানিকপুরের

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, সকল অংশের জনতার উৎসাহের সাথে স্বাগত জানানোতে অভিভূত হন মুখ্যমন্ত্রী। আপনাদের এই ভালোবাসাই রাজ্যবাসীর জন্য কাজ করতে আরও বেশী করে অনুপ্রানিত করে, বলেন তিনি।

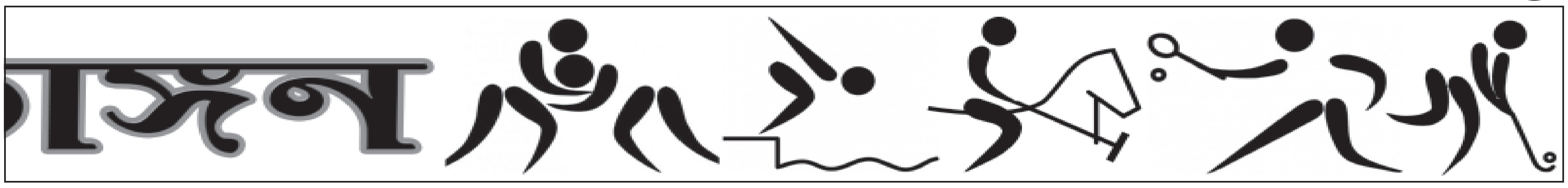

সাংবাদিকের হুমকি বিতর্কে ঋদ্ধিমান সাহার পাশে রবি শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সাংবাদিকের হুমকি বিতর্কে ঋদ্ধিমান সাহার পাশে ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী।ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ সাফ জানিয়ে দিলেন, ঋদ্ধিমানের 'হুমকি'র বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের।

গত শনিবার লঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক প্রধান।

যেখানে বাদ পড়েন ঋদ্ধি। উইকেটকিপার হিসেবে বেছে নেওয়া হয় ঋষভ পন্থকেই। এই ঘোষণার পরই বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বাংলার ক্রিকেটার। ঋদ্ধি বলে দেন, সৌরভ তাঁকে বলেছিলেন, "আমি বোর্ডে থাকলে তুমি ঠিক দলে সুযোগ পাবে।" এমনকী ভারতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কেও আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। ঋদ্ধির দাবি, দ্রাবিড় নাকি তাঁকে পরোক্ষে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন! যদিও এ খবর প্রকাশ্যে আসায় দুঃখিত নন বলে জানিয়ে দেন দ্য ওয়াল দ্রাবিড়। এসবের মধ্যেই আবার জুড়ে যায় আরেকটি বিতর্ক।

ঋদ্ধি জানান, এক সাংবাদিকের থেকে 'হুমকি' মেসেজ পেয়েছেন তিনি! নাম না করে ওই সাংবাদিকের পাঠানো মেসেজের একটি স্ক্রিনশটও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন ঋদ্ধিমান। যেখানে তিনি জানান, দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে কোনও কথা বলতে না চাওয়ায় তাঁকে রীতিমতো এক সাংবাদিকের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। শেয়ার করা স্ক্রিনশটে লেখা, ঋদ্ধিমান ফোন না ধরায় তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। আর তিনি অপমান হালকাভাবে নেন না। আক্ষেপের সুরে পোস্টের ক্যাপশনে বাংলার উইকেটরক্ষক লেখেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে এতদিনের অবদানের পর শেষে এই আমার প্রাপ্তি। একজন সম্মানীয় সাংবাদিকের থেকে এমন মেসেজ পেতে হচ্ছে। এই পথেই এগিয়েছে সাংবাদিকতা।" নেটদুনিয়ায় পোস্টটি ভাইরাল হতেই বাংলার উইকেটকিপারের পাশে দাঁড়িয়ে সুর চড়ান বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, হরভজন সিং, আরপি সিংরা। সেই তালিকারই নবতম সংযোজন শাস্ত্রী।

এদিন তিনি টুইট করেন, "সাংবাদিকের কাছ থেকে ক্রিকেটারের হুমকি পাওয়ার ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যেই এমন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। এবার এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কে ঋদ্ধিমানের সঙ্গে এমনটা করেছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া দরকার। যতই হোক, ও (ঋদ্ধি) একজন দারুণ টিম ম্যান।" অর্থাৎ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তথা বোর্ডের যে এ নিয়ে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, সে বার্তাই যেন দিয়ে দিলেন শাস্ত্রী।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ড কোষাধ্যক্ষ অরুণ ধুমাল এও জানিয়েছেন, "কে এমনটা করল, কোন পরিস্থিতিতে কেন এমন মেসেজ করা হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হবে।"-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ঋদ্ধিমানকে সাংবাদিকের 'হুমকি'র ঘটনার তদন্ত করতে চলেছে বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিরাট কোহলির পর ঋদ্ধিমান সাহাকে ঘিরে বিতর্কে জর্জরিত ভারতীয় ক্রিকেট। যিনি সম্প্রতি দাবি করেছেন, 'সম্মানিত' এক সাংবাদিকের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। সাংবাদিকের পাঠানো মেসেজের স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন ঋদ্ধি। যার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে জোর চর্চা। এই ঘটনায় এবার আসরে নামল বিসিসিআই।বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। গোটা বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে চলেছে বিসিসিআই। ঋদ্ধিমানের বক্তব্য এবং তাঁর শেয়ার করা স্ক্রিনশটের সত্যতা যাচাই করা হবে।

বোর্ড সূত্রে খবর, ঋদ্ধিমান বিসিসিআইয়ের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার। তাই তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করলে তা মুখ বুজে মেনে নেওয়া হবে না। 'অপরাধী'কে খুঁজে বের করা হবে। ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও ক্রিকেটারকে 'হুমকি'র মুখে পড়তে না হয়, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চায় বোর্ড। সেই কারণেই ঘটনার তদন্তের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বোর্ড। ভারতীয় বোর্ডের তরফে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, "(ঋদ্ধিমান) সাহার সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি রয়েছে। তাই তাঁর সুবিধা-অসুবিধার খেয়াল রাখা হবে। কার্যক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে তা খতিয়ে দেখা হবে।"

গত শনিবার লঙ্কাবাহিনীর বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করেন নির্বাচক প্রধান। যেখানে বাদ পড়েন ঋদ্ধি। উইকেটকিপার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ঋষভ পন্থকেই। এরপরই বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ভারতীয় কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ঋদ্ধিমান। সেই আগুনে ঘি পড়ে ঋদ্ধির একটি পোস্টে। নাম না করে ওই সাংবাদিকের পাঠানো মেসেজের একটি স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন বাংলার উইকেটকিপার। যেখানে তিনি জানান, দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে কোনও কথা বলতে না চাওয়ায় তাঁকে রীতিমতো এক সাংবাদিকের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। শেয়ার করা স্ক্রিনশটে লেখা, ঋদ্ধিমান ফোন না ধরায় তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। আর তিনি অপমান হালকাভাবে নেন না। আক্ষেপের সুরে পোস্টের ক্যাপশনে বাংলার উইকেটরক্ষক লেখেন, "ভারতীয় ক্রিকেটে এতদিনের অবদানের পর শেষে এই আমার প্রাপ্তি। একজন সম্মানীয় সাংবাদিকের থেকে এমন মেসেজ পেতে হচ্ছে। এই পথেই এগিয়েছে সাংবাদিকতা।" নেটদুনিয়ায় পোস্টটি ভাইরাল হতেই ঋদ্ধির সমর্থনে সুর চড়ান বীরেন্দ্র শেহওয়াগ, হরভজন সিং, আরপি সিংরা। এবার আসরে নামছে বিসিসিআইও।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

৮৮ রানে অল আউট হওয়ার পরে কী ভাবে ঘুরে দাঁড়াল দল, জানালেন মনোজ, অভিমন্যুরা

বাংলার জয়ের পর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। তিনি বলেন, "তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেল রয়েছে এই দলে। অভিমন্যু সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস ভরে দিয়েছে দলটার মধ্যে।" সিএবি সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই রকম জয় এনে দেওয়ার জন্য দলকে অভিনন্দন।"প্রথম ইনিংসে ৮৮ রানে অল আউট হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫০ রান করে ম্যাচ জেতা যে কোনও পরিস্থিতিতেই কৃতিত্বের দাবি রাখে। বাংলা দলের অধিনায়ক, কোচ, অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা যদিও বলছেন তাঁরা নিজেদের উপর থেকে আত্মবিশ্বাস হারাননি।রবিবার বরোদার বিরুদ্ধে রঞ্জির প্রথম ম্যাচে ৩৪৯ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাংলা। শনিবার ৭৯ রান করেছিলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। সেই রানেই রবিবার ফিরে যান তিনি। তবে দল ভেঙে পড়েনি। ম্যাচ জিতেই মাঠ ছাড়েন শাহবাজ আহমেদ এবং অভিষেক পোড়েল। ম্যাচ শেষে আনন্দবাজার অনলাইনকে অভিমন্যু বললেন, "আমাদের ব্যাটিং খুব ভাল হয়েছে। নিজেদের উপর আত্মবিশ্বাস ছিল যে বড় রান তাড়া করে আমরা জিততে পারি। একটা খারাপ দিন যেতেই পারে। বোলাররা ভাল খেলে আমাদের ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছিল। নইলে ৪০০-৪৫০ রানও তাড়া করতে হতে পারত। কিন্তু আমরা পরিশ্রম করেছি, নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম যে আমরা পারব।"অভিজ্ঞ মনোজ তিওয়ারিও খুশি দলের জয়ে। তিনি বললেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। উইকেট থেকে সাহায্য পাব সেটা জানতাম। প্রথম ইনিংসে কম রানে আউট হয়ে যাওয়া মানেই সব শেষ নয়। বোলাররা খুব ভাল বল করেছে। ওদের জন্যই লক্ষ্য ৩৪৯ রানের মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব হয়েছিল। ওরা ভাল বল না করলে আরও বড় রান করতে হতে পারত। অভিমন্যু আর সুদীপ ঘরামি ভাল শুরু করেছিল। অনুষ্টুপ ভাল খেলেছে। সবাই খুব নির্ভয়ে খেলেছে।কটকে এ দিন মেঘলা আকাশ ছিল। তার মধ্যে ব্যাট করা কঠিন ছিল বলেই মনে করছেন কোচ অরুণ লাল। তিনি বললেন, "মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত উইকেট স্যাঁতসেঁতে ছিল। মেঘলা আকাশের জন্য ব্যাট করা খুব কঠিন ছিল। শাহবাজ মাথা ঠাণ্ডা রেখে জয় এনে দিল দলকে। এই জয়ের ধারা ধরে রাখতে চাই আগামী দিনে।বাংলার জয়ের পর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। তিনি বলেন, "তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেল রয়েছে এই দলে। অভিমন্যু সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস ভরে দিয়েছে দলটার মধ্যে।" সিএবি সচিব স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই রকম জয় এনে দেওয়ার জন্য দলকে অভিনন্দন।"পরের ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবছেন না বলে জানিয়েছেন অভিমন্যু। তিনি বলেন, "দলের সকলে মিলে আনন্দ করছি। পরের ম্যাচ নিয়ে এখনই ভাবছি না। সবাই পরের ম্যাচের আগে তরতাজা হয়ে উঠুক।" বাংলার পরের ম্যাচ হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে কটকেই। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু সেই ম্যাচ।

সালাহর দেড়শো গোলে ফের ঝলমলে লিভারপুল

মুখে তিনি যা-ই বলুন না কেন, ইপিএল খেতাবি দৌড়ে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যাঞ্চেস্টার সিটির রক্তচাপ বাড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন য়ুর্গেন ক্লপ।শনিবার ঘরের মাঠে লিভারপুল ৩-১ হারিয়েছে নরউইচ সিটিকে। গোল করলেন মহম্মদ সালাহ, সাদিয়ো মানে এবং নবাগত লুইস দিয়াজ। ২৫ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের দুই নম্বরে রইল তারা।গত মাসে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস ফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ শিবিরের তারকা সালাহ এবং মানে ফের ঝলসে উঠলেন। ক্যামেরুন তারকা ম্যাচে সমতা ফেরান ৬৪ মিনিটে। তার আগে ৪৮ মিনিটে গোল করে নরউইচ সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রাশিচা। লিভারপুলকে এগিয়ে দেন সালাহ ৬৭ মিনিটে। ক্লাবের জার্সিতে এ দিনই তিনি ১৫০ গোল করে ফেললেন। দিয়াজের গোল ৮১ মিনিটে। ম্যাচের পরে ক্লপ বলেছেন, "সিটিকে ধরা বেশ কঠিন, তবে আমাদের নিজেদের ম্যাচগুলিতে জয় নিশ্চিত করতে পারলে ছবিটা কী দাঁড়াবে, তা বলতে পারছি না। সেটা নিয়ে বিশেষ ভাবতেও চাই না।"লিভারপুলের জয়ের দিনে ছন্দে ফিরেছে চেলসিও। ম্যাচের ৮৯ মিনিটে হাকিস জিয়েচ গোল করে এনে দেন কাঙ্ক্ষিত জয়। সাম্প্রতিক সময়ে ছন্দ হারিয়ে ফেলা চেলসি এই জয়ের সুবাদে ২৫ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তিন নম্বরে। ম্যানেজার টমাস টুহল বলেছেন, "লিগ যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, তার পরে নিজেদের খেলায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।"জিতেছে মিকেল আর্তেতার আর্সেনালও। গোল করেন এমিল স্মিথ রো এবং বুকায়ো সাকা। ২৩ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে আর্সোনাল রয়েছে ছয় নম্বরে।অস্বীকার রাংনিকের: আজ, রবিবার ইপিএলে ম্যান ইউ খেলবে লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। তার আগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে হ্যারি ম্যাগুয়েরের ব্যক্তিত্বের সংঘাতের জল্পনা নিয়ে উত্তাল ওল্ড ট্র্যাফোর্ড। তবে অন্তর্বর্তীকালীন ম্যানেজার রালফ রাংনিক বলেছেন, "ম্যাগুয়ের আমাদের দলের অধিনায়ক ছিল এবং থাকবেও। ক্রিশ্চিয়ানোর তা নিয়ে কোনও অসন্তোষ নেই। যা লেখা হচ্ছে সেটা বানানো গল্প ছাড়া কিছুই নয়।ড্র জুভেন্টাসের: শুক্রবার সেরি আ-তে তোরিনোর সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে জুভেন্টাস। ১৩ মিনিটে জুভেন্টাসের ম্যাথাইস ডি লাইট হেডে ১-০ করেন। ৬২ মিনিটে অনবদ্য ভলিতে গোল শোধ করেন তোরিনোর আন্দ্রেয়া বেলোত্তি।

প্রথমবার শেষ চারে ওঠার পথে জামশেদপুর

আইএসএলে অভিষেক ২০১৭ সালে। এই মরসুমে প্রথমবার শেষ চারে খেলার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল জামশেদপুর এফসির। তাই আজ, রবিবার চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে যে কোনও মূল্যে জিততে মরিয়া ইস্পাত নগরীর দল।গত মরসুমে ২০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছিল জামশেদপুর। এ বার ছবিটা বদলাতে মরিয়া কোচ আওয়েন কয়েল। আক্রমণভাগের শক্তি বাড়াতে কেরল ব্লাস্টার্স থেকে অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার জর্ডান মারে এবং এফসি গোয়া থেকে ঈশান পণ্ডিতাকে সই করিয়েছেন তিনি। রক্ষণে স্টিভন এজের শূন্যস্থান পূরণ করতে চেন্নাইয়িন এফসি থেকে নিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সি ব্রাজিলের এলি সাবিয়াকে। রয়েছেন আনাস এডাথোডিকার মতো অভিজ্ঞ ভারতীয় ডিফেন্ডারও। স্কটিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন রেঞ্জার্স এফসিতে খেলা গ্রেগ স্টুয়ার্ট যোগ দিয়েছেন জামশেদপুরে। ১৫ ম্যাচে ন'টি গোল ইতিমধ্যেই করে ফেলেছেন তিনি। এটিকে-মোহনবাগান থেকে প্রণয় হালদারকে সই করিয়েছেন আওয়েন। মরসুমের মাঝপথে চেন্নাইয়িনে ফিরে যাওয়া নেরিউস ভালকিসের শূন্যস্থান পূরণ করতে এসসি ইস্টবেঙ্গল থেকে ড্যানিয়েল চিমাকে নিয়েছেন।২০১৯-'২০ মরসুমের মাঝপথে দায়িত্ব নিয়ে আওয়েনই বদলে দিয়েছিলেন চেন্নাইয়িনকে। গত মরসুমে তিনি যোগ দেন জামশেদপুরে। বোল্টন, বার্নলি, উইগান অ্যাথলেটিকের মতো ইংল্যান্ডের একাধিক নামী ক্লাবে কোচিং করানো আওয়েনের অস্ত্র আক্রমণাত্মক ফুটবল। আইএসএল শুরু হওয়ার আগেই তিনি বলে দিয়েছিলেন, "গত মরসুমেই আমরা প্রমাণ করেছিলাম, যে কোনও দলকে হারাতে পারি। এ বার আরও ধারাবাহিক হতে হবে। আগ্রাসী ফুটবলই আমাদের অস্ত্র।" ১৫ ম্যাচে ২৬টি গোল করেছে জামশেদপুর। পুরনো দল চেন্নাইয়িনের মুখোমুখি হওয়ার আগে জামশেদপুর কোচ বলেছেন, "চেন্নাইয়িনে একাধিক ভাল ফুটবলার রয়েছে। তবে আমরাও তৈরি। এই মুহূর্তে আমরা ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাইছি।" যোগ করেছেন, "আমি যখন চেন্নাইয়িনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন ওরা লিগ টেবলে নীচের দিকে ছিল। দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। তাই জানি, ওরা কতটা শক্তিশালী দল।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/43/2021-22 Dated: -18/02/2022

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME OF DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF TTENDERER
1	DNIeT No:- EE-IED/UDP/122/2021-22	₹5,95,965.00	₹ 5,960.00	30 days	Up to 15.00 Hrs on 28.02.2022	At 15.30 Hrs on 28.02.2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No:- EE-IED/UDP/123/2021-22	₹5,70,763.00	₹5,708.00	60 days				
3	DNIeT No:- EE-IED/UDP/124/2021-22	₹6,38,447.00	₹ 6,384.00	30 days				

For and on behalf of the Governor of Tripura

(Er.BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile:9436169660

ICA-C-3815/22

PNIT No.: 46/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22,
Date: 11/02/2022

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), on behalf of the 'Governor of Tripura', Invites online percentage rate e-tender for the following works: 1. DNIT No: 68/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 17,27,596/-2. DNIT No: 69/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 22,50,534/-3. DNIT No: 70/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 22,26,267/-4. DNIT No: 71/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 12,76,090/-5. DNIT No: 72/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2021-22, Estimated Cost: Rs. 17,33,429/-

Last date & time for online Bidding: 02/03/2022 up to 3:00 PM

For details visit wet site https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to mohanpurpwdrobdivision@gmail.com

Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD(R&B)
Mohanpur, West Tripura.

ICA-C-3822/22

সন্ধান চাই

REF :- Dharmanagar GRPs U/D Case No.2022 DGR003 Dtd. 19/02/2022 U/S.174 Cr.P.C.

পাশের ছবিটি একজন মৃত পুরুষ ব্যক্তির যার বয়স আনুমানিক ২৭ বছর। গত ১৯/০২/২০২২ ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯.৪৫ মিনিটের সময় চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়। প্রকাশ পায় যে মৃত ব্যক্তির নাম মৃত্যুঞ্জয় দে, বয়স আনুমানিক ৫০ বছর, পিতা মৃত নিখিল দে, সাং-দেওয়ানপাসা, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। উক্ত ব্যক্তি ধর্মনগর Post Office Road স্থিত উদয়সঙ্কর দেবনাথ এর বাড়িতে একা ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকিত। উক্ত মৃত ব্যক্তির দেহ বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। উক্ত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়স্বজন অথবা কোন দাবিদার থাকিলে নিম্নলিখিত ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ-
I/C DMN GRPS :- 9485136386.
Dy. SP GRP TPA :- 9436942040.
SP (GRP) TPA :- 0381-2370234.

ICA-D-1847/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আমরা বাঙালী দলের তরফ থেকে সোমবার আগরতলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মাতৃভাষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। মাতৃভাষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্তন মাতৃভাষা ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল জাতি জনজাতির মাতৃভাষার বিকাশে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। আজ ত্রিপুরা সরকার ও আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ত্রিভাষিক (বাংলা, ককবরক ও ইংরেজি) ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২১ প্রাপক শিক্ষক শিবশঙ্কর পালকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ রাজ্যের লুপ্তপ্রায় বঙচের ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি কমল বঙচেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভাষা আন্দলোনের ভিত্তি ভূমি হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর জোর করে উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো ভাষা আন্দোলন। ভাষার জন্য এতো বড় আন্দোলন এর পূর্বে পৃথিবীতে কখনও হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই ভাষা আন্দোলনে শহীদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, জব্বররা। সেই থেকে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছিলো ভাষা শহীদ দিবস। পরবর্তীতে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার স্বীকৃতি দেয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের নতুন শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে প্রদেয় শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি জানান, গত ৪ বছরে রাজ্যে ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ককবরক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পিজিটি শিক্ষক এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রক্ষায় সকলকে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে হবে। নাগরিকদের কাছে ভাষাগত সমস্যা দূর করতে সরকারি কর্মচারিদের ককবরক শিক্ষার জন্য গত ৩০ জানুয়ারি থেকে অনলাইন ককবরক কোর্স চালু করা হয়েছে। নুতন পদক্ষেপ হিসেবে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দপ্তরের মাধ্যমে ককবরক, কুকি, মিজো, হালাম, গারো, চাকমা, মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতি) ভাষার উপর মাইনর রিসার্চ করার সুযোগও রয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। এই প্রথম শিক্ষকদের ককবরক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স হ্যান্ডবুক চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের স্মারকের আদলে তৈরি শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত সকল অতিথিগণ। অতিথিগণ চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ইউনেস্কো কর্তৃক এবছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল ভাবনা হলো 'বহুভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে হোক প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সারা বিশ্বের বাঙালি ভাষাভাষীর মানুষের কাছে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি একটি গর্বের দিন। বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আন্দোলন ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিলো অধুনা বাংলাদেশে। কোনও জাতিগোষ্ঠীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে বিজেপি যুবমোর্চার মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারী।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে এক মিছিল ও বাজারসভা অনুষ্ঠীত করাহয়।

আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনেরেখে সোমবার ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী বাজারে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের নিয়ে এক সুবিশাল মিছিল ও বাজার সভার আয়োজন করাহয়। যুবমোর্চা কতৃক আয়োজিত আজকের এই মিছিল ও বাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি কেশব চেঁধুরী, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য শম্ভু মানিক, বিজেপির দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দরা। আজকের এই বাজার সভায় বক্তব্যরাখতেগিয়ে বক্তারা রাজ্যসরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীরকথা জনসন্মুখ তুলেধরেন। তার পাশাপাশি বিগতদিনে বামজমনার বিভিন্ন বঞ্চনার কথা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচারকালে কাঠ বোঝাই মারুতী ভ্যান আটক করল বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারী।। বনদস্যুদের দৌলতে তেলিয়ামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার বনাঞ্চলের মূল্যবান গাছ সব কেটে ফেলা হচ্ছে। আবারো অবৈধ চোরাই কাঠ পাচার করার সময় বনদপ্তর এর হাতে আটক হয় গাড়ি বোঝাই অবৈধ চোরাই কাঠ। খবরে প্রকাশ, রবিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের অধীন দাউছড়া এলাকায় টিআর ০১কে ০৬২০ নাম্বারের একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি বোঝাই করে চোরাই কাঠ পাচারের খবর আসে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের আধিকারিকদের কাছে। এই গোপন খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের আধিকারিকরা দাউছড়া এলাকায় গিয়ে গাড়িটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা মাত্রই গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পিছু ধাওয়া পর রতিয়া এলাকায় বনদপ্তরের হাতে আটক হয় ওই অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটি। জানা যায় গাড়িটিতে ২০ ফুট অবৈধ মূল্যবান কাঠ ছিল। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানায় আটককৃত মূল্যবান অবৈধ চোরাই কাঠ সহ গাড়ির বাজার মূল্য আনুমানিক ৭৫ হাজার টাকার হবে। আগামী দিনে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে বনদপ্তরের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় বনদপ্তরের এক আধিকারিক।

তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন ২৩শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারী।। ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার ফল বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে আগামী ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইং। নতুন পাকা বাড়ি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকদের মধ্যে ফুটবে হাসি। বলা বাহুল্য তেলিয়ামুড়া মহাকুমা তথা তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীন অতি পুরনো তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা দালান বাড়ির উদ্বোধন আর হাতে গোনা মাত্র কয়েকটা দিন। সংবাদে প্রকাশ, ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক মহলের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি অত্যাধুনিক স্কুল বাড়ি নির্মাণের। সেই কথা মাথায় রেখে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বিগত সরকারের আমলে ৫ই মার্চ ২০১৭ সালে স্কুল প্রাঙ্গণে ঘটা করে শিলান্যাস করা হয়েছিল তৎকালীন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর হাত ধরে, বিদ্যালয়ে দ্বিতল বিশিষ্ট অত্যাধুনিক পাকা বাড়ি নির্মাণের কাজটির। প্রথমদিকে কাজের শুরু থেকেই কচ্ছপ গতিতে চলে আসছিল এই দ্বিতল বিশিষ্ট স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ। ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি- আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্কুল ভবনের নির্মাণ কাজের গতি আনার জন্য বারবার বিদ্যালয়ে গিয়ে পরিদর্শন করেছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ নির্মাণ কাজের দায়িত্বে থাকা একাংশ আধিকারিকগন। যার ফলে আজ বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবক মহলের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক দ্বিতল বিশিষ্ট পাকা বাড়ি নির্মাণের স্বপ্নটি। ২৩ -শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব -এর হাত ধরে এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিতিতে উদ্বোধন হতে চলেছে ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অত্যাধুনিক পাকা বাড়ির।

পাখি পালন করেও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব, প্রমাণ করলেন অমৃত দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারী।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে রকমারি পাখি লালন পালন করেও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। উড়ন্ত পাখিকে পোষ মানানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হলেও অমৃত দাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই পাখি থেকেই ডিম এবং বাচ্চা প্রজনন করিয়ে দিব্যি পাখির ব্যাবসা করে স্বাবলম্বী তিনি।

এমনই এক চিত্র উঠে এলো আমাদের ক্যামেরার লেন্সে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ পুলিনপুর এলাকায়। জানা যায়, এই এলাকার বাসিন্দা অমৃত দাস বিগত চার বছর যাবৎ নিজ বাড়িতে বিভিন্ন প্রজাতির বিদেশি পাখি যেমন বাজরিগার, ককটেল, ফিন্স, জাভা, লাভ বার্ড সহ রকমারি পাখি পালন করে বর্তমানে স্বাবলম্বী তিনি। রাজ্যের তরুণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সকলকে আত্মনির্ভর হওয়ার কথা।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ-পুলিনপুর এলাকার বাসিন্দা অমৃত দাস বর্তমানে স্বাবলম্বী। তবে বিগত দুবছর যাবত করোনা মহামারীর দাপাদাপিতে উনার পাখির ব্যাবসা কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বর্তমান সময় কালে ফের ব্যাবসা চাঙ্গা করে তুলেছেন তিনি। উনি উনার নিজ বাড়িতে প্রায় শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডিম বাচ্চা প্রজনন করে চড়া দামে বিক্রি করে আজ তিনি লাভবান। যদিও ঐসকল পাখি গুলি লালন পালন করতে বনদপ্তরের কোন বৈধ কাগজপত্র প্রয়োজন হয় না বলে জানান তিনি।

গোটা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মধ্যে অমৃত বাবুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি উনার নিজ বাড়িতে প্রায় কয়েক শতাধিক বিভিন্ন প্রজাতির পাখি লালন পালন করে চলেছেন দীর্ঘ প্রায় চার বছর যাবত। যা অনেকটা দেখার মত বিষয়। আর এই সকল পাখিগুলো মানুষজন কিনে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে শখের বশে লালন পালন করে বলে জানান অমৃত বাবু।

গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন লেগে আতঙ্ক উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার সকালে উদয়পুরের ফুলকুমারী এলাকার একটি বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যাওয়ায় অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে আশপাশ এলাকার বাড়িঘর।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ফুলকুমারী এলাকায় একটি বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে রান্নাবান্নার কাজ শুরু হয়েছিল। রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায় তাতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। স্থানীয় লোকজন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে সিলিন্ডারটি সেখান থেকে কোন রকমে তুলে পার্শবর্তী একটি পুকুরে ফেলে দেন। ফলে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পার্শবর্তী ঘন বসতি এলাকার বাড়িঘর। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে হামলা চালিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্নালঙ্কার লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। গান্ধীগ্রাম এলাকার একটি বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ওই বাড়ি থেকে নগদ টাকা এবং ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিকের নাম স্বপন দেব। এ ব্যাপারে এয়ারপোর্ট থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ ঘটনা ঘটনা সম্পর্কে কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত গ্রামে আসল রহস্য উদঘাটন এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ফটিকছড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। লেফুঙ্গা থানার ফটিকছড়া বাজারে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ড় কমল বিকাশ চৌধুরী এবং স্থানীয় থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ফটিকছড়া বাজারের একটি দোকানে অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযান চালিয়ে প্রায় একশত বোতল বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়েছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে লেফুঙ্গা থানার পুলিশ বাজারের ঐ দোকানে হানা দেয়। হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বেআইনিভাবে বিলেতি মদ মজুদ করার দায়ে দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে নির্দৃষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই এলাকায় মাতালদের তাণ্ডব মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিযোগ, কিছু দোকানে অবৈধভাবে বিলেতি মদ এবং দেশী মদ মজুদ করে বিক্রি করা হচ্ছে। আর তাতেই মাতালদের তাণ্ডব ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। বাধ্য হয়ে এলাকার জনগণ পুলিশকে খবর দেন। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সোমবার সকালে এই সাফল্য পেয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডক্টর কমল বিকাশ চৌধুরী জানিয়েছেন।

তিনি জানান, প্রদেশ কংগ্রেস যোগদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ত্রিপুরা জুড়ে ১৬টি স্থান চিহ্নিত করেছে। প্রথম দফায় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ওই কর্মসূচি। চলবে ৯ মার্চ পর্যন্ত। তিনি বলেন, ২৬ ফেব্রুয়ারি সদরে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন তিনি জানান, কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নির্দিষ্ট ফরমেট তৈরী করা হয়েছে। ওই ফরমেট সমস্ত ব্লক কমিটির কাছে পাঠানো হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, আগামীকাল দিল্লি থেকে এআইসিসি-র তিন নেতা ত্রিপুরায় আসছেন। তাঁরা ত্রিপুরায় সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান নিয়ে বৈঠক করবেন। কারণ, এখন সারা দেশেই কংগ্রেসের সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান ডিজিটালি হচ্ছে। তাই, প্রদেশ কমিটি তাঁদের কাছ থেকে খুটিনাটি বিষয়ে অবগত হবেন।

মৎস্য চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে যুবককে সহায়তা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারী।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চাইছে প্রতিটি যুবক-যুবতী স্বনির্ভর হোক। তার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে রাজ্যের তরুণ যুবক-যুবতীদের জন্য। আর তারই অঙ্গ হিসেবে কল্যাণপুর ব্লকের অধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছনখোলা এলাকার বাসিন্দা উদ্যমী যুবক লালচান সরকারকে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে বিভিন্ন মৎস্য চাষের প্রকল্প তৈরি করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় রাজ্য মৎস্য দপ্তর।

সংবাদে প্রকাশ, ছনখোলা এলাকার বাসিন্দা লালচান সরকার দীর্ঘদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর স্বনির্ভর হওয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ উদ্যোগে মৎস্য চাষ করে আসছিল। এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে লালচান সরকার মৎসের যোগান দিয়ে আসছে এবং স্থানীয় এলাকার একাংশ মানুষজনদেরও তার এই মৎস্য চাষের মাধ্যমে রোজগারের মাধ্যম তৈরি করে দিয়েছিল। ছনখোলা এলাকার এই উদ্যমী যুবক লালচান সরকারকে রাজ্য মৎস্য দপ্তর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে। আর এরই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় সোমবার মন্ত্রি মেবার কুমার জমাতিয়ার হাত ধরে।

সোমবারেই মৎস্য প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রি মেবার কুমার জমাতিয়া এবং স্থানীয় বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ স্থানীয় গ্রাম প্রধান ও মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রীর মেবার কুমার জমাতিয়া লালচান সরকারের এই স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়। আগামী দিনে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ জনকে স্থায়ী কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানা যায়। বলাই বাহুল্য লালচান সরকারের এই স্বনির্ভর হওয়ার উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে রাজ্যের যুবক-যুবতীরা স্বনির্ভর হওয়ার জন্য আগ্রহী হতে পারে বলে সমাজের একাংশ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহলের অভিমত।

সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী।। রক্তদান জীবন বাঁচায়। স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

সোমবার দুপুরে জিরানীয়ার বীরেন্দ্র নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী স্বেচ্ছায় মহতী রক্তদান শিবিরে অংশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত রক্তদাতাদের তাদের এই মহতী সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসাহীত করলেন ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আজ বীরেন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেসকল রক্তদাতারা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

এদিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রক্তদান জীবন বাঁচায়। তাই তিনি আজ আবারও একবার সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা,সরকারী /বে-সরকারী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কারণ, জরুরী ভিত্তিতে আমাদের প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাংক গুলোতে রক্তের মজুতের পরিমান সঠিক মাত্রায় বজায় থাকতে হবে। তার জন্য অনেক বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে বলে তিনি সকলের কাছে আহ্বান রাখেন।

রক্তদানের মাধ্যমে মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। আজকের বিদ্যালয়ের এন.এস.এস ইউনিটের উদ্যোগে এই মহতী রক্তদান শিবিরে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং ৭(সাত) দিন ব্যাপী এই বিশেষ রক্তদান শিবিরে রক্তদান করার জন্য যাঁরা নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। রক্তদানের মতো মহৎ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সকল স্তরের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া থেকে শুরু করে সকল সরকারী/বেসরকারী কর্মচারীরা নিজেদের সামাজিক দ্বায়িত্ব পালনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন, প্রত্যাশা সুশান্ত চৌধুরীর।

আজকে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের এই মানবিক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তিনি। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর সাহা, বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সহ ছাত্র-ছাত্রীরা।

সোমবার আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দূর্গা চৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করেছেন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।